এব্নে ছউদ

খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা এম-এ, আই-ই-এস,

আহ্ছানউল্লা বুক হাউস্ লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
আহ্‌ছানউল্লা বুক হাউস লিমিটেড্‌
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৯৩৫

মূল্য আট আনা

নিউ সরস্বতী প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
২৫।৩এ শম্ভুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

আরব একটী মরুময় দেশ। ইহার সীমান্ত দেশ সমৃদ্ধিশালী। ইহারই পূর্ব্ব-প্রান্তে প্রাচীন বেবিলন ও নিনেভার-উত্থান হইয়াছিল পারস্য অমিত তেজ ধারণ করিয়াছিল, পশ্চিমে মিসর সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং উত্তরে পরাক্রমশালী রোমক রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তৎকালে আরব-দেশ মুষ্টিমেয় পর্য্যটক্ ব্যতীত অপরের নিকট অপরিচিত ছিল। এখানকার জমি যেরূপ কঠোর ও অনুর্ব্বরা, অধিবাসীও সেইরূপ নিষ্ঠুর ও দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট। অনাচার, অত্যাচার, কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ ইহাদের দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। প্রত্যেক কবিলা স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল, সামান্য কারণে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইত। বেদুঈন অধিবাসিগণ জল-কূপের নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বসবাস এবং মেষ-চারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা অহঙ্কারী, নির্ম্মম, অবাধ্য ও উগ্র-স্বভাবাপন্ন ছিল এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ লইয়াই সময় অতিবাহিত করিত।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে অকস্মাৎ ইহাদের মধ্যে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিলা সমূহকে এক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘে পরিণত করত বিরাট্ শক্তিতে পরিণত করেন, ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহকে চির-বিদায় দিয়া শান্তি ও সখ্যের সৃষ্টি

করেন এবং এক অচিন্ত্য প্রেরণায় সমগ্র আরববাসীকে উদ্দীপিত করেন। ইঁহারই নাম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)। ইঁহারই প্রভাবে উচ্ছৃঙ্খল আরব জাতির মধ্যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, অত্যাচার ও অশান্তির মধ্যে শান্তির উন্মেষ ও নব-জীবনের সূত্র-পাত হয়। চতুর্দ্দিকে সত্য ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং শতাব্দীর মধ্যে মোছলেম শাসন জিব্রল্টার প্রণালী হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত ও মধ্য-আফ্রিকা হইতে পারস্যোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অতঃপর ইছলাম ভিয়েনার তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য খৃষ্টীয় জাতিকে আতঙ্কিত করিয়াছিল এবং চীনের উচ্চ প্রাচীর পর্য্যন্ত করতলস্থ করিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডকে প্রকম্পিত করিয়াছিল।

কালের আবর্ত্তমান চক্রে পুনরায় আরব-ভূমি অজ্ঞান ও কলুষের লীলা-ভূমিতে পরিণত হয়। হত্যা, দস্যু-বৃত্তি ও যুদ্ধ বিবাদ অধিবাসীদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক শুভ মুহূর্ত্তে মধ্য-আরবে আবদুল আজিজ এবনে ছউদের জন্ম হয়। যুদ্ধ-প্রিয় কবিলা সমূহ একে একে ইঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করে এবং ইনি মধ্য-আরবের একমাত্র অধিপতি বলিয়া গৃহীত হন। পশ্চিমে হেজাজ ও আছির প্রদেশ, দক্ষিণে রুবা অল খালি, পূর্ব্বে পারস্য-উপসাগরের তীরভূমি এবং উত্তরে হাইল ও শামার প্রদেশ ক্রমে ইঁহার করতলস্থ হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এবনে ছউদের জন্ম হয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি নিঃস্ব বেদুঈন স্বরূপ কোয়েটের আমীরের শরণাপন্ন হন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মুষ্টিমেয় অনুচর সহ নেজ্‌দের রাজধানী রিয়াদ অধিকার করেন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মধ্য-আরবে একাধিপত্য স্থাপন করেন, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শরীফ হোছেনকে মক্কাভূমি হইতে বিতাড়িত করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পবিত্র হেজাজ ভূমির প্রভুত্ব গ্রহণ করেন।

এব্‌নে ছউদ হত্যা-স্রোত ও সাম্প্রদায়িক শত্রুতা উন্মূলিত করিয়া আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক ভ্রাতৃ-বন্ধনে শৃঙ্খলিত করিয়া অপ্রত্যাশিত শান্তিধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-বলে দরিদ্র কুটীর হইতে নির্গত হইয়া সমগ্র আরব-দেশকে করায়ত্ত করত পর-রাষ্ট্রীয় শক্তির নিরালম্বে স্বাধীনভাবে আরবের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

কেহ কেহ মোস্তফা কামালকে মোছ্‌লেম আকাশের প্রথম জ্যোতিষ্ক ও এব্‌নে ছউদকে দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক মনে করেন। উভয়ই অপরিজ্ঞাত অবস্থা হইতে বীর-কেশরীর পদে উন্নীত হইয়াছেন, উভয়েরই ইতিহাস গৌরব-মণ্ডিত। ঐতিহাসিক আর্ম্‌ষ্ট্রংএকটীকে "নবীন তুরস্কের একাধিপতি" ও অপরটীকে "আরব-প্রভু" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৫। গ্রন্থকার

নির্ঘণ্ট-পত্র



এব্নে ছউদ

এব্‌নে ছউদ

ছউদ বংশ—

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আবদুল আজিজ এব্‌নে ছউদ নেজ্‌দ প্রদেশের রাজধানী রিয়াদ নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আব্‌দর রহমান ও মাতার নাম ছারা। ছউদ নামক তাঁহার জনৈক পূর্ব্ব-পুরুষ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ইঁহারই নামে এব্‌নে ছউদের নামকরণ হয়।

ওহাবী রাজত্বের সৃষ্টি—

মোহাম্মদ বিন্ ছউদ ওহাবী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি মধ্য আরবীয় মুক্‌রীণ বংশসম্ভূত। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি দরিয়া ও রিয়াদ রাজ্যের পত্তন করেন। ইতঃপূর্ব্বে উহা মিসর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হাইল অধিপতি ছোলতান এব্‌নে রশীদ ওহাবী রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৯০২ খৃঃ উহা এব্‌নে ছউদ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হয়। এব্‌নে ছউদ এই বংশের বর্ত্তমান নৃপতি। ওহাবী রাজ্যের ইতিহাস তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার সৃষ্টি হইতে মিসর অধিকার

পর্য্যন্ত (১৭৩৭-১৮২০) প্রথম পরিচ্ছেদ, হাইলের এব্নে রশীদের অধিকার পর্য্যন্ত (১৮২০-১৮৯৬) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং রিয়াদের পুনরধিকার ১৯০২ খৃঃ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আবদুল ওহাব—

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ এব্নে আবদুল ওহাব নামক জনৈক ধর্ম্ম-সংস্কারক মধ্য-আরব প্রদেশে আসিয়া প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। ইনি নেজ্দ প্রদেশের আয়না নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মোহাম্মদ এব্নে আবদুল ওহাব বসরা ও বাগ্দাদে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত পাঠাভ্যাস করেন এবং পাঠ-সমাপ্তির পর মনে করেন যে, তাঁহার দেশবাসী ইছ্লামের প্রকৃত তত্ত্ব হইতে অনেকদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি হাদিসের বাহ্যিক অনুমোদন অনুযায়ী সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং অত্যন্ত কড়াকড়ির সহিত স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে আয়নার নৃপতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ অনিষ্টের কারণ মনে করিয়া স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন। তৎপর আব্দুল ওহাব দরিয়া প্রদেশের মহা-প্রতাপশালী আমীর মোহাম্মদ বিন্ ছউদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন

আব্দুল ওহাব, ছুফী সম্প্রদায়ের ঘোর শত্রু ছিলেন। কোন

অলি-দরবেশ এমন কি হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর রওজার সমক্ষে কোন দোওয়া চাওয়া শেরক্ মনে করিতেন। ইনি আহ্মদ এব্নে হাম্বল প্রতিষ্ঠিত মজহাব অনুসরণ করেন। ক্রমে ইঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে মধ্য-আরবের অধিপতি পরাক্রান্ত মোহাম্মদ বিন্ ছউদ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। ধর্ম্ম-নীতি ও রাজ-নীতির সংমিশ্রণে ওহাবী সম্প্রদায় মধ্য-আরবে অগ্রণী হইয়া উঠে এবং ক্রমে ওহাবী মতের প্রসার হইতে থাকে। বর্ত্তমান নৃপতি এবনে ছউদ এই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী। ইঁহারা শরীয়তের চরম-পন্থী, হাদিস্ শরীফের আক্ষরিক অর্থ লইয়াই ইঁহারা সন্তুষ্ট, উহার অভ্যন্তরীণ উদারভাব গ্রহণে নারাজ। যাহা হউক প্রচারক আব্‌দুল ওহাব বক্তৃতাদ্বারা মরুবাসীদিগের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বীরবর ছউদ, আব্‌দুল ওহাবের সহিত একমত হইয়া তরবারি সাহায্যে আরব জাতির মধ্যে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে আরবদেশে একটা ওহাবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ছউদ নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আদেশ সকলেই প্রতিপালন করিতে বাধ্য ছিল। তাঁহারা উভয়ে প্রতিমূর্ত্তি ও সমাধিগুলি ভূমিসাৎ করিলেন। ধূমপান, মদ্যপান, অমিতাচার রহিত করিলেন, কোর-আনের স্থূল আদেশ-পালনে সকলকে বাধ্য করিলেন। কবিলার পর কবিলা তাঁহাদের মত অনুসরণ করিল এবং উৎকট ধর্ম্ম-ভাবে উন্মাদিত হইল। শত্রুগণ

ইহাদিগকে ওহাবী আখ্যা দিয়া বিদ্রূপ করিত। যাহাহউক পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরের মধ্যে ছউদের প্রভুত্ব সমগ্র আরবে বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে ওহাবীগণ পবিত্র কারবালা বিধ্বস্ত করিল। তাহারা দামেস্ক লুটপাট করিয়া বসরা আক্রমণ করিল। ইহাতে তুর্কীগণ উত্তেজিত হইয়া মিসরের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলীকে আরবদেশে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করেন। মোহাম্মদ আলী ওহাবীদিগকে পরাজিত করিয়া উহাদের রাজধানী আক্রমণ করিলেন এবং ওহাবী-নেতাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কনষ্টান্টিনোপলে পাঠাইলেন। তুর্কী ছোলতান তাঁহার শিরচ্ছেদের আদেশ দিলেন। ওহাবী রাজত্ব বিধ্বস্ত হইল। এই সময়ে কাহারও জীবন নিরাপদ ছিল না, সর্ব্বত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রনা চলিতে লাগিল; এমন কি, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কোন পর্য্যটক্‌ আরব-মরুভূমিতে পদার্পণ করিতে সাহসী হইতেন না।

এক্ষণে আব্‌দর রহমান হৃত-সম্মান পুনরুদ্ধার করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং পুত্রগণকে স্বীয় অভিলাষ-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা দিলেন। ছউদ-পরিবার বংশানুক্রমে আবদুল ওহাব প্রতিষ্ঠিত মত অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

মোহাম্মদ-বিন্‌-ছউদ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেজ্‌দ প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র আবদুল আজিজ নেজ্‌দের বহির্দেশেও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

আবদুল আজিজ—

ইঁহার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বসরা ও বাগ্‌দাদ তুর্কী শাসনাধীন ছিল। তুর্কী গবর্ণমেণ্টের সহিত আবদুল আজিজের সংঘর্ষ ঘটে এবং ছয় বৎসরের জন্য উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। মক্কার শরীফ ছরুর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কর-প্রদানের অঙ্গীকার লইয়া ওহাবীদিগকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী গালেব এই অনুমতি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তিনি ওহাবীদিগের গতিরোধ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ওহাবীদিগের সহিত সন্ধি-বদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে হজ্জ্ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ওহাবীগণও শরীফের এলাকায় উৎপাত করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইল। এই সন্ধি অধিক দিবস স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ওহাবীগণ কারবালা আক্রমণ করিয়া অধিবাসিগণকে হত ও আহত করিয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসর তাহারা মক্কা আক্রমণ করিয়া বহু 'মকবরা' বিনষ্ট করে এবং মূল্যবান্ স্মৃতি-চিহ্নগুলি লইয়া প্রস্থান করে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ওহাবীগণ তায়েফ আক্রমণ করে এবং পর-বৎসর ছউদ বিজয়ী স্বরূপ মক্কায় প্রবেশ করেন। ছউদ মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিলে শরীফ গালেব, ওহাবীসৈন্যকে মক্কা হইতে বহিষ্কৃত করেন।

অতঃপর ওহাবীগণ পারস্য উপসাগরের তীরে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তৃত করিল এবং কয়েক বৎসর মধ্যে বাহ্‌রাইণ অধিকার ও উপকূলস্থ কবিলাদিগকে বশীভূত করিল।

বীরবর ছউদ বিন্ আবদুল আজিজ—

কয়েকবার বাগ্‌দাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ছউদ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মক্কা ও ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মদিনা অধিকার করিলেন। গালেব, ওহাবীদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তুর্কীর ছোলতান ওহাবীদিগকে দমন করিতে না পারিয়া মিসর হইতে মোহাম্মদ আলী পাশাকে হেজাজ্ পুনরাক্রমণের জন্য আদেশ দিলেন। মিসর-সৈন্য কয়েকবার হটিবার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মদিনা ও মক্কা অধিকার করে। কয়েক দিবস পরে তাহারা তায়েফ অবরোধ করে কিন্তু পরাস্ত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ছউদের মৃত্যু হয়। ইঁহারই সময় ওহাবী-রাজ্য ইয়মন ও ওমান প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছে।

আবদুল্লাহ্ বিন্ মোহাম্মদ—

আবদুল্লার রাজত্বের প্রথমাংশে মোহাম্মদ আলী ওহাবীদিগকে পরাস্ত করিয়া তোরাবা অধিকার করেন। তৎপর তিনি আছিরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং নেজ্‌দে প্রবেশ করিয়া দুর্গবেষ্টিত নগর অবরোধ করেন। ছয় মাস অবরোধের পর আবদুল্লাহ্ আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি

পরিবারবর্গসহ কায়রোতে প্রেরিত হন। মোহাম্মদ আলী, আবদুল্লাকে তদীয় সেক্রেটারী ও খাজানদারসহ কায়রো হইতে স্তাম্বুলে প্রেরণ করেন, সেখানেই তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করা হয়। রাজধানী দরিয়া বিধ্বস্ত হয় ও তৎসহ ওহাবী-শক্তি বিনষ্ট হয়। আবদুল্লার একটী ভ্রাতা দরিয়াতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ধৃত হইয়া মিসরে নির্ব্বাসিত হন।

তুর্‌কী বিন্‌ আবদুল্লাহ্‌—

১৮২০ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লাহ্‌-পুত্র তুর্‌কী ওহাবী রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং রিয়াদ নামক স্থানে নূতন রাজধানী মনোনীত করেন। তিনি মিসরের আধিপত্য স্বীকার করিয়া নিয়মিত করদানে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। কিন্তু রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ়ীভূত হইলে তিনি মোহাম্মদ আলীকে কর-প্রদানে অস্বীকার করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তুর্‌কী নিহত হন।

ফয়ছল বিন্‌ তুর্‌কী—

সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা দ্বারা ফয়ছল নেজ্‌দ প্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে শামার-অধিপতি এব্‌নে রশীদ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ছোলতানের সহিত এব্‌নে রশীদের বেশ সদ্ভাব ছিল। ফয়ছল কর-প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করায় ধৃত ও কায়রোতে প্রেরিত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফয়ছল কায়রো

হইতে পলায়ন করেন। সিরিয়া লইয়া তুরস্কের সহিত মনো-মালিন্য হইলে মোহাম্মদ আলী মিসর-সৈন্যকে আরব-ভূমি হইতে পুনরাহ্বান করেন। এক্ষণে ওহাবী-রাজত্ব বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফয়ছলের মৃত্যু হয়।

আবদুল্লাহ্ বিন্ ফয়ছল—

ইঁহারই শাসনকালে রিয়াদ শামার প্রদেশের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

আব্দর রহমান বিন্ ফয়ছল—

মোহাম্মদ বিন্ রশীদ কর্ত্তৃক আব্দর রহমান রিয়াদের শাসন-ভার হইতে অপসারিত হন। তৎপর তিনি কোয়েটের শেখ মোবারকের শরণাপন্ন হন। মোবারক আব্দর রহমানকে আশ্রয় প্রদান করেন। ইঁহারই সাহায্যে এব্‌নে রশীদের শত্রুতা সত্ত্বেও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পুত্র এব্‌নে ছউদ কর্ত্তৃক রিয়াদ পুনরধিকৃত হয়। এই সময়ে হাইলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগের অনেকেরই, শান্তি-প্রিয় আব্দর রহমানের প্রতি সহানুভূতি ছিল এবং তাহাদেরই সাহায্যে রিয়াদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ ঘটে।

ফয়ছলের মৃত্যুর পর, মধ্য-আরবে গৃহ-বিবাদ ও আরজকতার সৃষ্টি হইল। শক্তিশালী নেতার অভাবে বিবাদ বিসংবাদ আরব-

বাসীকে পুনরায় নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। শেখগণ পরস্পর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নিহত হইল। তখন কাহারও জীবন নিরাপদ ছিল না, চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। যখন গৃহ-বিবাদ হেতু রিয়াদ-প্রাসাদ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন হঠাৎ এক সুপ্রভাতে আরবের ভবিষ্যৎ ছোলতান এব্‌নে ছউদের জন্ম হয়।

আবদুল আজিজ এব্‌নে ছউদ—

এব্‌নে ছউদ পিতৃ-গৃহে অতি যত্নে লালিত পালিত হন। ইঁহার মাতা দ্বাশির বংশীয় জনৈক দলপতির কন্যা। ইনি উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত প্রাসাদের হারম্‌ মধ্যেই অবস্থিতি করিতেন এবং বিশেষ আবশ্যকতা বোধে কখন কখন সর্ব্বশরীর আবরণ পূর্ব্বক দাসদাসী সহ অতি সংগোপনে প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন। তিনি শিক্ষিতা ছিলেন না, তবে কোর-আন্‌ শরীফ আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি বড়ই ধর্ম্ম-প্রাণা ও স্বাধীন-চেতা ছিলেন, স্বামী ও পুত্রদিগের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান্‌ ছিল।

বালক এব্‌নে ছউদ সম-বয়স্ক ক্রীতদাসদিগের সহিত খেলা করিতেন। ইহারা যেমন বলিষ্ঠ তেমন যুদ্ধপ্রিয় ছিল। ইহারা অশিক্ষিত, নির্ভীক ও দুর্দ্দান্ত। ইহারাই ক্রমে দেহরক্ষীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

পিতা আব্‌দর রহমান পুত্রদিগকে সর্ব্ব প্রথম শরীয়ত শিক্ষা দেন। এব্‌নে ছউদ পিতার সহিত দৈনিক পাঁচবার জুম্‌আ মস্‌জিদে নামাজ আদা' করিতেন, প্রত্যহ কোর্‌-আন্‌ পাক্‌ আবৃত্তি করিতেন ও যথাসময়ে রোজা-ব্রত পালন করিতেন। পিতা তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য বন্দুক ও তরবারির ব্যবহার ও কুস্তিগীরী শিক্ষা দিয়াছিলেন। এব্‌নে ছউদ জিন্‌ ব্যতীত অশ্বারোহণে পটু ছিলেন। পিতার আদেশে, এমন কি শীত-ঋতুতেও সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করত নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতেন। গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-তাপের মধ্যে তাঁহাকে নগ্ন-পদে পর্ব্বতোপরি বিচরণ করিতে হইত। পিতা আব্‌দর রহমান সমগ্র পরিবার লইয়া একটী ক্ষুদ্রায়তন গৃহে বাস করিতেন, উহার গবাক্ষগুলি অতি ক্ষুদ্র ও লৌহ-শলাকা দ্বারা রুদ্ধ ছিল। পুত্রগণ বাল্যকাল হইতেই অতি কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আয়াস উপভোগের সুযোগ পান নাই। গৃহে কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। ধূমধামের খানা, কোমল শয্যা, গীত, বাদ্য, তামাক, এমন কি হিহিকার ও হাস্যরব নিষিদ্ধ ছিল। কোন প্রকার ভোগ-বিলাস বা আমোদ-প্রমোদের অনুমতি ছিল না। পুত্রদিগকে উপযুক্ত করিয়া পরাক্রান্ত পূর্ব্ব-পুরুষ ছউদের রাজ্য পুনর্গঠন করত সমগ্র আরব জাতিকে একতাবদ্ধ করা ও ওহাবী মতে সকলকে দীক্ষিত করাই পিতার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পিতা আব্‌দর

রহমান ধর্ম্ম-পরায়ণ ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং ওহাবীদিগের এমাম ছিলেন। আলেমগণের অনুশাসন ক্রমে অতি কঠোরতার সহিত ধর্ম্ম-নীতি প্রতিপালন করিতেন। কাহারও গৃহে কোন সাজসজ্জা থাকিত না, মস্‌জিদে কোন প্রকার জাঁকজমক বা মিনারা ছিল না, সুবেশ-ভূষা, আমোদ-প্রমোদ বা সঙ্গীত নিষিদ্ধ ছিল।

আব্‌দর রহমান পুত্রদিকে নীরস সংযম নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এব্‌নে ছউদকে শিক্ষার জন্য রিয়াদের একটী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বালক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, অধিকাংশ সময় খেলাধূলায় ক্ষেপন করিতেন, কিন্তু পিতার সহিত তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নামাজের জন্য মস্‌জিদে উপস্থিত হইতে ও অবসরমতে তেলাওয়াত্ করিতে হইত। এব্‌নে ছউদকে সৈনিক জীবনের কঠোরতার উপযোগী করিবার জন্য পিতা বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহাকে তরবারি ও বন্দুকের ব্যবহার এবং বিনা উপকরণে অশ্ব-চালনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কুস্তিগীরদিগের সহিত সমকক্ষতা করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরিমিত পান ভোজন ও নিদ্রায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। এইরূপে এব্‌নে ছউদ বাল্যকাল হইতেই কঠোরতার সহিত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি কাফেলার সওদাগরদিগের সংস্পর্শে বহিঃস্থ জগতের যৎকিঞ্চিত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আপদ-বিপদের মধ্যেই এবনে ছউদ প্রতি-পালিত হন। মধ্য-আরবের উত্তরস্থ শামার জাতি, মোহাম্মদ এব্‌নে রশীদের নায়কত্বে নেজ্‌দ আক্রমণ করিতে সর্ব্বদা লোলুপ ছিল। এব্‌নে রশীদ অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কার্য্যক্ষম ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। হাইল ইঁহার রাজধানী ছিল।

নেজ্‌দের রাজধানী ছিল রিয়াদ ; ইহা দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত ছিল। রাজধানীর মধ্যে অতর্কিতভাবে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, শান্ত্রী দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকিত। নামাজের সময় তোরণ-দ্বার বন্ধ হইত।

দশ বৎসর যাবৎ গৃহ-বিবাদ চলিয়াছিল। আব্‌দর রহমান এবং তদীয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ ও ছউদের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য ছিল। আবদুল্লাহ্‌ ছউদকে বিতাড়িত করেন। ছউদ হাসা প্রদেশস্থ আজমান জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উহাদের সাহায্যে রিয়াদ আক্রমণ করেন। হঠাৎ ছউদের মৃত্যু হয়, তৎপর আবদুল্লার সহিত তদীয় পুত্রগণের জাত-ক্রোধ হয় এবং উহাদের শত্রুতা আব্‌দর রহমান ও তদীয় পুত্র এব্‌নে ছউদের সহিত চিরদিন স্থায়ী থাকে। আব্‌দর রহমান, তৃতীয় ভ্রাতা মোহাম্মদের আনুকূল্যে উভয় পক্ষের মধ্যে সখ্যস্থাপন করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ছউদ-পুত্রগণ আজমান জাতির সাহায্যে আবদুল্লাকে বন্দী করিয়া রিয়াদ অধিকার করে। এই সুযোগে এব্‌নে রশীদ রিয়াদ আক্রমণ করিয়া ছউদ-পুত্রদিগকে বিতাড়িত ও

আবছুল্লাকে বন্দী করত শামার বংশীয় জনৈক শেখকে রিয়াদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লার মৃত্যু হয়। আব্‌দর রহমান ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত মিটমাট করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাহারা স্বয়ং নেতৃত্ব দাবী করিল। আব্‌দর রহমান ভীত না হইয়া শক্রর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হইলেন। এব্‌নে রশীদ তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য স্বয়ং রিয়াদে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষে সপ্তাহ যাবৎ যুদ্ধ চলিল। রশীদের সৈন্যবল অত্যধিক ছিল, আব্‌দর রহমান বিপদ গণিয়া ভ্রাতা মোহাম্মদ ও পুত্র এব্‌নে ছ্উদ ও অন্যান্য পরিজন সহ রিয়াদ হইতে বহির্গত হইয়া পরিবার বর্গকে বাহ্‌রাইন দ্বীপে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে হাসা প্রদেশের তুর্ক শাসক আব্‌দর রহমানকে এই সর্ত্তে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন যে, তিনি নেজ্‌দের অধিকার পাইবেন কিন্তু রিয়াদ নগরে তুর্ক সৈন্যাবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তুর্ক জাতিকে কর প্রদান করিয়া তাহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ওহাবী আব্‌দর রহমান বৈদেশিক তুর্ক জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং উহাদের সাহায্য লইতে অস্বীকার করিলেন। আব্‌দর রহমান বুঝিলেন যে এব্‌নে রশীদ, আজমান জাতি, তুর্ক জাতি ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। তাই তিনি পুত্র এ বনে ছউদ ও ভ্রাতা মোহাম্মদসহ দক্ষিণ প্রদেশে যাত্রা করিলেন এবং তত্রস্থ মুর্রা জাতির শরণাপন্ন

হইলেন। এযাবৎ তাঁহার পরিবারবর্গ বাহ্‌রাইন দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছিল। মুর্‌রাদের মধ্যে এব্‌নে ছউদ বেদুঈন-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাহাদের সহিত মুক্ত আকাশে শীকার করিতেন ও মরুভূমির নিয়ম-কানুন শিক্ষা ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে দূরদূরান্তর যাতায়াত করিতেন। মুর্‌রাজাতি যেমন অসভ্য, তেমনি ধর্ম্মহীন, সুতরাং এব্‌নে ছউদ তাহাদের শরণাগত থাকা স্বীয় গৌরবের হানিজনক মনে করিলেন। তিনি কিরূপে রিয়াদ পুনরধিকার করিবেন, ইহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বিভিন্ন স্থানের শেখদিগের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। অবশেষে কোয়েটের শেখ (মোহাম্মদ) তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। এব্‌নে রশীদ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তাঁহার জন্য কোয়েটের শেখ ও হাসার তুর্ক-শাসক সন্ত্রস্থ ছিলেন। রশীদের বিপক্ষে সম্মুখীন হইতে আব্‌দর রহমানকে উপযোগী মনে করিয়াই তাঁহাকে আহ্বান করা হইল। আব্‌দর রহমান আনন্দের সহিত আহ্বান গ্রহণ করিয়া পরিজনবর্গকে বাহ্‌রাইন হইতে ডাকাইয়া লইলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে কোয়েটে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন।

এব্‌নে ছউদের সহিত কোয়েটাধিপতি মোহাম্মদের ভ্রাতা মোবারকের সহিত সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। তিনি প্রায়ই মোবারকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মোবারক তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। মোহাম্মদ তদীয় ভ্রাতা মোবারককে পছন্দ করিতেন না। উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ

চলিত। মোহাম্মদের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া একদা মোবারক অতর্কিতভাবে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মোহাম্মদকে হত্যা করত তাঁহার স্থল অধিকার করেন। কর-ভারাক্রান্ত প্রজাবৃন্দ নবাধিরূঢ় নৃপতিকে সানন্দে বরণ করিল। ইহার কিয়ৎকাল পরে পরাক্রান্ত এব্‌নে রশীদের মৃত্যু হয়। ইহাতে মোবারকের বিরুদ্ধপক্ষ হীনবল হইয়া পড়ে। এব্‌নে ছউদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি রিয়াদ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কোয়েট পারস্য উপসাগরের চাবি-কাটি স্বরূপ। কায়ছার পারস্য উপসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই পথ ভিন্ন অন্য সমস্তই ইংরেজদিগের অধিকৃত ছিল, তাই কায়ছার তুরস্কের ছোলতানের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া স্তাম্বুল হইতে কোয়েট পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য যুক্তি আঁটিলেন। ইংরেজ ও কায়ছার উভয়ই মোবারকের সহিত সখ্য স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হইল। সুচতুর মোবারক বুঝিতে পারিলেন যে, কোয়েট পর্য্যন্ত রেল আসিলে তাঁহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। সুতরাং তিনি কোন পক্ষের নিকট অঙ্গীকার করা সমীচীন মনে করিলেন না। ইহাতে কায়ছার অসন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে মোবারককে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তুরস্ককে উত্তেজিত করিলেন। কোয়েটের শেখ নামে-মাত্র তুর্কীর অধীন ছিল। যাহা হউক, মোবারকের পশ্চাতে ইংরেজকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তুরস্ক ছরাছরি মোবারকের

বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইল না। তবে তুরস্ক এব্‌নে রশীদের স্থলাভিষিক্তকে মোবারকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। রশীদ পক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। মোবারক রশীদ-পক্ষের সম্মুখীন হইলেন। সমগ্র মধ্য-আরব রশীদের অধীন ছিল, সুতরাং তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত ছিল। এই সময়ে ইংরেজ মোবারকের সাহায্যে অগ্রসর হইল এবং রশীদ-শক্তিকে বাধা দিবার জন্য ক্রুইজার পাঠাইল, ইহাতে রশীদ-পক্ষ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এব্‌নে ছউদ মোবারকের বড়ই প্রিয় ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজনীতি শিক্ষা করিতেন। যে সকল সভা-সমিতি হইত, তাহার কার্য্য-প্রণালী তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রিয়াদ পরিত্যাগের পর এব্‌নে ছউদ বিদ্যাভ্যাস করিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু কোয়েটে আসিয়া তিনি নানাদেশীয় লোকের সংস্পর্শে আসিলেন এবং তাঁহাদের সহিত ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পাইলেন ; নূতন রীতি, নূতন ব্যবহার, নূতন চলন দেখিলেন ; ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, জার্ম্মাণ গবর্ণ-মেণ্টের প্রতিনিধি, বৈদেশিক পর্য্যটক ও সওদাগরদিগের সহিত নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এব্‌নে ছউদ বুদ্ধিমান্, চতুর ও বিচার-ক্ষম ছিলেন, সুতরাং কোয়েটে দীর্ঘ সাত বৎসর

অবস্থিতির ফলে তিনি বহির্জগত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইলেন। তিনি এক্ষণে কিরূপে রিয়াদ অধিকার করিয়া শাসন-সংরক্ষণ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে থাকিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে এব্নে ছউদ একটী বেদুঈন কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের ছয় মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপর তিনি আর দুই মহিলার পাণি-গ্রহণ করেন, ইঁহাদের একটী তুর্কী নামক সন্তান প্রসব করেন। পরিজনবর্গ তাঁহাকে এই অবস্থায় কোয়েট পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সকলেরই কাতরোক্তি অবহেলা করিয়া কয়েক জন অনুচরবর্গসহ তিনি রিয়াদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নেজ্দ প্রদেশকে রশীদের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এব্নে ছউদ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ জন্য রিয়াদে একটী গোয়েন্দা পাঠাইলেন। লোকটী রিয়াদে পৌঁছিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দর্শন করিয়া এব্নে ছউদকে জ্ঞাপন করিল—"রিয়াদ নগরে রশীদ সৈন্যাবাস অবস্থিত, এবং দুর্গের চতুর্দ্দিক্ রশীদ-সৈন্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। দুর্গের সম্মুখে শামার-বংশীয় জনৈক শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করেন। নেজ্দবাসী বর্ত্তমান শাসনে অসন্তুষ্ট, তাহারা ছউদ গভর্ণমেণ্টের পুনরাগমন এবং নিজেদেরই জনৈক নেতার প্রত্যাশী।"

এব্নে ছউদ গোয়েন্দার রিপোর্ট পাইবা মাত্র ৪০ জন

উষ্ট্রারোহী সহ নেজ্‌দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রিয়াদ নগরের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া তিনি মাত্র ছয় জন সঙ্গীসহ অগ্রসর হইলেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে তদীয় ভ্রাতা মোহাম্মদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বলিলেন,—"যদি আগামী কল্য আমাদের কোন খবর না পোঁছে, তবে বুঝিবে যে আমরা মৃত বা বন্দী, তখন তোমরা কোয়েটে প্রত্যাগমন করিয়া পিতাকে ঐ সংবাদ দিবে। পরম দয়াময় ব্যতীত আমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহই নাই।"

অতঃপর এব্‌নে ছউদ ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া রাত্রিকালে ছয়টী অনুচরসহ অগ্রসর হইলেন এবং শাসনকর্ত্তা আজলানের প্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতে ফটক খুলিলে আজলান দেহরক্ষীসহ বাহিরে আসিলেন। এব্‌নে ছউদ আজলানকে আক্রমণ করিলেন, দুইজনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল, এমন সময়ে এব্‌নে ছউদের সঙ্গীগণ ফটক মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয় পক্ষে গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল, আজলান নিহত ও তাঁহার রক্ষিগণ আহত হইল। তৎপর এবনে ছউদ দুর্গস্থ বহু লোককে একটী কামরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। অতঃপর এব্‌নে ছউদ সহরের অধিবাসীদিগকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি দুর্গ অবরোধ করিয়া গবর্ণরকে নিহত ও দুর্গরক্ষীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রিয়াদ হস্তগত করিয়াছেন। অধিবাসিগণ রশীদ-শাসনে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহারা সানন্দে এব্‌নে

ছউদকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুত হইল। অবশেষে দুর্গস্থ বন্দিগণ আত্মসমর্পণ করিল। এব্নে ছউদ এক্ষণে রিয়াদের সর্ব্বময় অধিপতি হইলেন।

রশীদ-পক্ষের বল অত্যধিক, সর্ব্বত্রই তাহাদের পক্ষীয় সৈনিক বিদ্যমান্, সকলেই তাহাদের নামে আতঙ্কিত। বিশ বৎসর যাবৎ রিয়াদ ইহাদের করতলস্থ ছিল, শামার জাতির বিরুদ্ধে কোন শক্তি দণ্ডায়মান্ হইতে সাহসী হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে এব্নে ছউদ স্বীয় শক্তি দৃঢ়ীভূত করিতে যত্নবান্ হইলেন। যে সকল যুদ্ধাস্ত্র লুক্কায়িত ছিল, তাহার সংস্কার হইতে লাগিল। দুর্গও তত্রস্থ খাদ্য দ্রব্যের অভাব দূরীভূত করিবার চেষ্টা হইল, আত্ম-রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত চলিল। এব্নে ছউদ পিতা ও পরিজনকে কোয়েট হইতে আনাইতে দেড়শত অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যে তাঁহারা সকলেই রিয়াদে আসিয়া পোঁছিলেন।

পিতা আব্দর রহমান আলেমদিগকে আহ্বান করিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে স্বীয় দাবী পরিত্যাগ করিয়া পুত্র এব্নে ছউদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিতে মনোনীত করিলেন এবং পিতৃ-পিতৃব্য মহাপ্রতাপান্বিত ছউদের যুদ্ধ-তরবারি, যাহা পুরুষ-পরম্পরায় হস্তান্তরিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা পুত্র এব্নে ছউদকে অর্পণ করিয়া স্বীয় পদে সম্মানিত করিলেন। এব্নে ছউদ পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও পিতার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

এব্‌নে ছউদ রিয়াদের রক্ষণ-ভার পিতা আব্‌দর রহমান ও ভ্রাতা ছা'দের উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং বহু সৈন্য সহ দক্ষিণ নেজ্‌দে যাত্রা করিলেন এবং রশীদ পক্ষের সম্মুখীন হইলেন। রশীদ-সৈন্য যূথ-ছিন্ন হস্তীর ন্যায় পলায়ন করিল।

এব্‌নে ছউদের কৃতিত্বের খবর তুরস্কে পৌঁছিল। এযাবৎ তুর্কীগণ আরব মরু-ভূমির সীমান্তস্থ উর্ব্বরা দেশগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। লোহিত সাগরের উপকূল ভূমিতে, সিরিয়া দেশে, ইউফ্রেটিজ নদীর উপত্যকা ভূমিতে, পারস্য উপসাগর তীরস্থ হাসা প্রদেশে তুর্কী-সৈন্যেরা অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তুরস্কের ছোলতান আবদুল হামিদ মধ্য-আরবকে করতলস্থ করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। জার্ম্মাণ-জাতি তাঁহাকে উৎসাহিত করিল। বাগ্‌দাদ রেলওয়ের গঠন-কার্য্য আরম্ভ হইল। কায়ছার পারস্য উপসাগরের তীর-ভূমি হইতে ইংরেজ আধিপত্য উৎখাত করিতে এবং তদানীন্তন রশীদের সাহায্যে কোয়েটাধিপতিকে বশীভূত করিতে তুর্কী ছোলতানকে পরামর্শ দিলেন। ছোলতান আবদুল হামিদ দামেস্ক হইতে মদিনা পর্য্যন্ত রেল বিস্তার করিতে আদেশ দিলেন ও রশীদকে মধ্য-আরবের শাসন-ভার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রশীদ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বাগ্‌দাদের

শামার জাতির "আমির" ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ "রশীদ" নামে অভিহিত।

গবর্ণরকে এব্‌নে ছউদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বহু তুর্কী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল, শামার সৈন্য তাহাদিগের সহিত যোগদান করিল।

এদিকে এব্‌নে ছউদ প্রত্যেক অধিবাসীকে শত্রুর সম্মুখীন হইতে উত্তেজিত করিলেন। জুলাই মাসের ভীষণ উত্তাপের মধ্যে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। প্রথম যুদ্ধে ছউদ পক্ষ হটিয়া আসিল, কিন্তু পরবর্ত্তী যুদ্ধে তুর্ক সৈন্য অসহনীয় সূর্য্যতাপে ক্লান্ত হইয়া পশ্চাদ্‌ গমন করিতে বাধ্য হইল।

অতঃপর রশীদ, এব্‌নে ছউদের সম্মুখীন হইলেন। প্রত্যূষে অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইয়া চারিদিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছউদ অগ্রসর হইয়া অতর্কিতভাবে রশীদকে আক্রমণ করিলেন। একগুলিতে রশীদ ভূতলশায়ী হইলেন; তাঁহার ছিন্ন মস্তক গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ জন-সাধারণকে দেখান হইল, যেন তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আর কাহারও সন্দেহ না থাকে।

এক্ষণে এব্‌নে ছউদ নির্ব্বিবাদে শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকিলেন। সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি তুর্ক জাতিকে পরাস্ত, পরাক্রান্ত রশীদ বংশকে বিধ্বস্ত ও সমগ্র নেজ্‌দ প্রদেশকে স্বীয় করতল-গত করিলেন।

রিয়াদে শান্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু আবার উত্তর আকাশে মেঘের ঘন-ঘটা দৃষ্টি-গোচর হইল। কোয়েট-অধিপতি শেখ মোবারক, যিনি এককালে এব্‌নে ছউদকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার উত্তরোত্তর প্রভাব ও

প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন। এব্‌নে ছউদও স্বীয় প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া শেখ্‌ মোবারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে নারাজ্‌ হইলেন। উভয়ের মধ্যে পত্র-বিনিময় হইতে লাগিল, মোবারক স্বীয় প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যগ্র, কিন্তু এব্‌নে ছউদ তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত। কাজেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোবারক, কোয়েট্‌ ও নেজ্‌দ প্রদেশের মধ্যস্থ মুতায়ের জাতির সহিত সন্ধি করিলেন এবং বোরায়দার গবর্ণরকে অনুরোধ করিলেন যেন এব্‌নে ছউদ কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত না হয়।

এব্‌নে ছউদ মুতায়ের জাতির সম্মুখীন হইলেন। তাহা-দিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের দেশ উৎসন্ন করিয়া দিলেন এবং দলপতিদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্নমুণ্ড রাজ-পথে ভীতি প্রদর্শন হেতু উত্তোলিত করিলেন, পরে বোরায়দার দিকে ধাবমান্‌ হইয়া তত্রত্য গবর্ণরকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি অতি কঠোরতার সহিত বোরায়দাবাসীকে শাসন করিতে থাকিলেন। এইরূপে সমগ্র উত্তর নেজ্‌দ এব্‌নে ছউদের বশীভূত হইল।

এই সময় তুরস্কের ছোলতান আবদুল হামিদ ইউনিয়ন ও প্রগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন। উক্ত কমিটী লোহিত সাগরের উর্ব্বরা উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে শাসন-কার্য্য সুপরিচালনার জন্য এক্ষণে বদ্ধ-পরিকর হইল। তাহারা দ্রুত রেলপথ গঠন-কার্য্য সমাধা করত সৈন্য-চলাচল ও তীর্থ-

যাত্রীদিগের গমনাগমনের সুবিধা করিবার ব্যবস্থা করিল। হোছেন এব্‌নে আলী মক্কাভূমির শরীফ ও হেজাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

হোছেন বহুকাল কনষ্টান্টিনোপলে শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার পুত্রাদি সেখানেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; তিনি স্বয়ং রাজনীতি সংক্রান্ত জনৈক সদস্য ছিলেন, রূপে ও গুণে তুর্কী পাশার মত বলিষ্ঠ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ, রাষ্ট্রীয় নীতির পক্ষপাতী এবং পরিণত-বয়স্ক ছিলেন। তিনি মক্কার হাশেম-বংশ-সম্ভূত এবং হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বংশধর এবং তুর্কীদিগের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ছিলেন বলিয়া, তুর্কীর নব্যদল তাঁহাকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

নেজ্‌দ ও হেজাজের মধ্যে বিশাল মালভূমি বিস্তৃত। উক্ত ভূমিতে আতিবা জাতি মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পশ্বাদি চারণ করিত। ইহার উপর দিয়া কাফেলা সকল নেজ্‌দ হইতে মক্কা যাতায়াত করিত। ইহা একদিকে হেজাজের ও অন্যদিকে লোহিত সাগরের প্রবেশ-পথ। এব্‌নে ছউদ আতিবা জাতিকে সৈন্য-সরবরাহ ও কর-প্রদানের দাবী জ্ঞাপন করিলেন; হোছেন, এব্‌নে ছউদের দাবী উপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"আতিবা জাতি তাঁহারই প্রজা এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই অধীন।" কিন্তু এবনে ছউদ আতিবা পৌঁছিতেই সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। হোছেন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পুত্র আবদুল্লাকে আতিবা আক্রমণের জন্য পাঠাইলেন। হোছেন স্বয়ং তুর্কীর

অনুকূলে বিদ্রোহ দমনের জন্য পরম-উল্লাসে যাত্রা করিলেন এবং বিদ্রোহ দমন করত প্রত্যাগমন কালে তদীয় অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক ছউদ-ভ্রাতা ছা'দ আক্রান্ত ও ধৃত হইলেন। এই সংবাদে এব্নে ছউদ, হোছেনকে আক্রমণ করিবার জন্য কল্পনা করিলেন। এমন সময়ে খবর আসিল যে, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রগণ নেজ্দের উত্তরাধিকারিত্ব দাবী করিয়া আজমান-সৈন্য সংগ্রহ করত রিয়াদ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এবং লায়লা সহরের দলপতিগণ উহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে। এব্নে ছউদ হোছেনের সহিত সাময়িক সন্ধি করিলেন এবং ভ্রাতা ছা'দের জন্য নিষ্ক্রয় প্রদান করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে হারিক নামক স্থানে পৌঁছিয়া পিতৃব্য-পুত্রদিগের সম্মুখীন হইলেন; তাহাদের মধ্যে কেহ হাসায় পলায়ণ করিল এবং কেহ বা হোছেনের আশ্রয় গ্রহণ করিল। আজমানগণ স্বদেশে প্রস্থান করিল। তৎপর এব্নে ছউদ লায়লা আক্রমণ করিয়া দলপতিদিগকে আদর্শ শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক মুতায়ের সম্প্রদায়কে যেরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, লায়লাকেও সেইরূপ প্রতিদান করিলেন। তিনি গ্রাম গুলিকে লুণ্ঠিত ও উৎসন্ন করিয়া তত্রত্য উনিশ জন দলপতিকে সংহার করিতে আদেশ দিলেন। তৎপর তিনি গ্রামবাসী সকলকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে রোষ-কষায়িত লোচনে ভর্ৎসনা করিলেন। তাহাদিগেরই সম্মুখে উক্ত অপরাধী দলপতিদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান্ করাইলেন এবং

একে একে আঠার জনের মুণ্ডচ্ছেদ করিবার হুকুম দিলেন ও অপরটীকে মুক্তি দিয়া বলিলেন—"যাও, তোমার দেশবাসীকে বিশ্বাস-ঘাতকতার চরম শাস্তির সংবাদ জ্ঞাপন কর ; লায়লাবাসী আমার অধীন থাকিয়া আমারই বিরুদ্ধে আমার শত্রুদলের সহিত যোগদান করিয়াছিল, সুতরাং মৃত্যুদণ্ডই ইহাদের উপযুক্ত প্রতিদান।" তৎপর উপস্থিত জনতাকে বিদায় দিয়া বলিলেন যে, যদি তাহারা এখন হইতে বিশ্বস্ত ও নিরুপদ্রব ভাবে কালযাপন করে, তবে তাহাদের জন্য শান্তি স্থির-নিশ্চয়।

অতঃপর এব্‌নে ছউদ শাসন-সংরক্ষণে ব্রতী হইলেন। রশীদবংশ অস্তমিত, গৃহ-বিবাদ পর্য্যবসিত, শামার জাতি নেতৃহীন, তুর্কীগণ বিতাড়িত। এক্ষণে লুণ্ঠন-প্রিয় বেদুঈন জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কঠোর বিধি অবলম্বন করিলেন। রাস্তাপথ বিপদ-সঙ্কুল, লুঠ্‌-তরাজ বিদ্যমান্‌, সওদাগর বা যাত্রী আপদে পতিত, লোক সর্ব্বদা দস্যু-তস্করের ভয়ে ভীত, জমি জমা লইয়া বিবাদ, সীমা-সারহদ্‌ লইয়া কলহ, সর্ব্বত্রই অশান্তি ও অরাজকতা। এই সমস্ত নিরস্ত ও দূর করিবার জন্য এব্‌নে ছউদ বজ্র-হস্তে দণ্ডায়মান্‌ হইলেন। যাহাতে যে কোন মজ্‌লুম বা নিপীড়িত ফরিয়াদী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি আদেশ দিলেন যে, যে কোন লোক তাঁহার নিকট ছরাছরি অভিযোগ করিতে পারিবে, কোন কর্ম্মচারীর যোগে উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা হইবে না ; তিনি উকীল বা মোখতারের বিনা সাহায্যে

স্বয়ং অভিযোগ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিবেন।

একদা এক ব্যক্তি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইল। এব্‌নে ছউদ উভয় পক্ষ শুনিয়া অপরাধীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন; তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। তৎপর অপরাধীকে সর্ব্বসাধারণ রাস্তায় কুচ কাওয়াজ করিয়া ঘুরান হইল, এই উদ্দেশ্যে যে অপরে উহা দেখিয়া চৌর্য্য-বৃত্তি হইতে বিরত থাকিবে। এক সময়ে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া অভিযোগ করিল যে, প্রতিবেশীর গাভী তাহার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্যাদি খাইয়া ফেলিয়াছে। গাভীর মালিক শপথ করিয়া বলিল যে, উক্ত অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। এব্‌নে ছউদ জনৈক কশাইকে ডাকিয়া গাভীর পেট চিরিবার আদেশ দিলেন। উহার পাকস্থালী ভুক্ত-শস্যাদি দ্বারা পূর্ণ ছিল। এব্‌নে ছউদ অপরাধীকে মৃত গাভীটী লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন, এবং স্ত্রীলোকটীকে শস্যের ক্ষতিপূরণ এবং আসামীকে মিথ্যা শপথের জন্য জরিমানা দিতে আদেশ করিলেন। এইরূপ ন্যায়-কঠোর বিচারে ক্রমশঃ অপরাধীর সংখ্যা কমিতে লাগিল। এব্‌নে ছউদ অল্পকাল মধ্যেই বেদুঈন জাতির মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, তুর্কীগণ ত্রিপলীতে ইতালী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং বুলগেরিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্তাম্বুলে অগ্রসর হইতেছে। ওছমানিয়া সাম্রাজ্য বিপদ্-

সঙ্কুল অবস্থায় অবস্থিত এবং বাগ্‌দাদ, বসরা ও হফুফ হইতে সৈন্য পুনরাহূত হইয়াছে।

এব্‌নে ছউদ তুর্কীকেই ভয় করিতেন। আজমান, মুতায়ের, শামার জাতি, এমন কি হোছেনকেও গণনার মধ্যে আনিতেন না। তুরস্কের পশ্চাতে শক্তিশালী জার্ম্মাণ থাকায় তিনি ভাবিতেন যে, যে কোন সময়ে তুরস্ক তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া তিনি হাসা হইতে তুর্কীকে বিতাড়িত করিবার যুক্তি আঁটিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দ্রুতবেগে হফুফ পৌঁছিলেন। তত্রস্থ শাসন-কর্ত্তা আত্ম-সমর্পণ করিলে, জনৈক আত্মীয়কে গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। হাসার অধিবাসী বশ্যতা স্বীকার করিল। পরে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হইল যে, হাসা নেজ্‌দ-প্রদেশের অঙ্গীভূত হইবে এবং ভবিষ্যতে তুরস্ক এব্‌নে ছউদের সহিত বিবাদ করিবে না। এব্‌নে ছউদও তুরস্কের নামে-মাত্র প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। হাসা বশীভূত হইলে এব্‌নে ছউদের প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী দুইটী বন্দর প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে তুরস্কের দুর্ব্বলতা দেখিয়া সিরিয়ার আরবগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দামেস্ক নগরে পরামর্শ-কেন্দ্রের বৈঠক বসিল। কিরূপে তাহারা তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্তি পাইবে, তাহারই জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

এই অবসরে এবনে ছউদ স্বীয় রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ়ীকরণ

জন্য নূতন যুক্তি আঁটিলেন। তিনি দেখিলেন বেদুঈন জাতি সাম্প্রদায়িক কলহ-প্রিয়, অস্থির-চিত্ত, বিশ্বাস-ঘাতক ও সাময়িক শক্তি-পূজক। কুত্রাপি উহারা স্থায়ী অধিবাস পছন্দ করে না। তিনি মনে করিলেন, উহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক জাতিতে পরিণত করত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে উপনিবিষ্ট করিতে পারিলে তাহাদিগের মধ্য হইতে স্থায়ী সৈনিক বিভাগ গঠনের সুযোগ হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কোন জলাশয় বা উৎসের নিকট কৃষির উপযোগী এক প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটী উপনিবেশের ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং বস্তী সমূহে গিয়া বেদুঈনদিগকে আর্থিক সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিতে থাকিলেন। তিনি উহাদিগের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দিলেন, কৃষির সুবিধার জন্য জল-সেচনের বন্দোবস্ত করিলেন এবং একটী মছ্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষা ও চরিত্র-গঠন জন্য এমাম ও মোয়াজ্জেন নিযুক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক কবিলায় প্রচারক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে চৌর্য্য-বৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না হইতে বিরত করত একটী জাতি-সঙ্ঘে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইলেন। সরকারী সাহায্যে কতিপয় কুটীর নির্ম্মিত হইল, একটী স্কুল স্থাপিত হইল। বপণ হেতু বীজ-শস্য এবং যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষার জন্য বন্দুক ও অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদত্ত হইল। ওহাবী-ওলামা ইছলামের প্রতি ইহাদিগের আকর্ষণ জন্মাইবার জন্য বক্তৃতা করিতে থাকিলেন। ক্রমে ইহারা দুর্নীতি পরিত্যাগ করিয়া কৃষির

প্রতি মনোযোগী হইল এবং ইহাদের মধ্যে প্রবল ধর্ম্মোন্মত্ততা জন্মিল। যে সকল ব্যক্তি উপনিবেশে স্থায়ী জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া সাধু জীবন-যাপনে ব্রতী হইল, তাহারা "এখ্‌ওয়ান" বা ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ নামে আখ্যাত হইল। এব্‌নে ছুউদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; ইহারাই ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির উপাদান স্বরূপ হইল। ক্রমশঃ ইহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকিল এবং কয়েকটী উপনিবেশের সৃষ্টি হইল। উহাদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। এখ্‌ওয়ান সৈন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত, কিন্তু সকলেই একতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও ওহাবী দলের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

এই সময়ে ইংরেজ ও জার্ম্মাণ মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছিল। প্রত্যেকেই স্বীয় প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। প্রাচ্যে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তৃত করিবার জন্য জার্ম্মাণী ব্যগ্র, কিন্তু সমগ্র জল-পথ ইংরেজদিগের প্রভুত্বাধীন,—একদিকে লোহিত সাগর, অন্যদিকে পারস্য উপসাগর; মধ্যে আরবদেশ অবস্থিত। তুরস্ক নামে মাত্র শাসনকর্ত্তা, তাই আরবের প্রত্যেক প্রাদেশিক শেখের নিকট উভয় পক্ষ হইতে দূত আসিল এবং প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ও বহু মুল্যবান্ উপঢৌকনের প্রলোভন প্রদর্শিত হইল। দূরদর্শী এব্‌নে ছুউদ ইউরোপের ভবিষ্যৎ বুঝিলেন, ইংরেজ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে অগৌণে যুদ্ধ অপরিহার্য্য। তিনি কাহারও সহিত মিত্রতা না করিয়া

নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি জানিতেন যে, জার্ম্মাণী বলশালী ও স্বীয় শত্রু রশীদ বংশের পক্ষপাতী এবং নেজ্‌দ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবার প্রয়াসী। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ইংরেজগণ অর্থশালী, এবং মিসর, ভারতবর্ষ, মস্কট, হাদ্রামট, ওমান ও এডেন ইংরেজ শাসন-প্রণালীতে সন্তুষ্ট। যখন তিনি এইরূপ গণিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হইয়াছে এবং ফ্রান্স ও রুশিয়া জার্ম্মাণ-শক্তি বিনাশের জন্য ইংরেজদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে, যুদ্ধ-ঘোষণার তিন মাস পরে তুরস্কও জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দিয়াছে। এই অবসরে সমগ্র আরবে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য হোছেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইংরেজ দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া এব্‌নে ছউদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আতিবার সমস্ত দাবীই তাঁহাকে অগৌণে পরিহার করিতে হইবে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ পারস্য উপসাগরের মুখে “ফাও” নামক স্থানে অবতরণ করিল এবং তুর্কীদিগকে বিতাড়িত করিয়া বসরা দখল করত বাগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইংরেজদিগের অগ্রগতি দেখিয়া এব্‌নে ছউদ তাহাদের সহিত এই ভাবে সন্ধি করিলেন যে, তিনি ইংরেজদিগের মিত্রশক্তিকে আক্রমণ করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতিতে ইংরেজগণ তাঁহাকে নেজ্‌দ প্রদেশের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন

ও তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি এবং যুদ্ধাস্ত্র প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন।

অতঃপর দুই বৎসর যাবৎ আজমান জাতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ চলিতে থাকে। অবশেষে তাহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজগণ বাগ্‌দাদ অধিকার করিয়া মোসল অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং তুর্কীদিগকে হঠাইয়া দিয়া জেরুসালেম অধিকার করিল। দামেস্ক ও আলেপ্পোর বিরুদ্ধেও ইংরেজ-সৈন্য পরিচালিত হইল। এক্ষণে ইংরেজগণ হোছেনকে হস্তগত করিতে উদ্‌গ্রীব হইল; কারণ ইঁহার দ্বারা হেজাজের প্রভুত্ব গৃহীত হইলে, তুরস্ক-ছোলতানের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত হইবে ও লোহিত সাগরে জার্ম্মাণীর প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ হইবে ও ভারত নিরাপদ থাকিবে; এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ হোছেনের বৃত্তি বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও তদ্ব্যতীত তাঁহাকে যুদ্ধাস্ত্র ও আবশ্যক সরঞ্জাম দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। এক্ষণে হোছেন তুরস্কের বশ্যতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃটিশের পক্ষ অবলম্বন করত বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারই পুত্র আলী, আবদুল্লাহ্‌ ও ফয়ছল মক্কা আক্রমণ করিয়া তুর্কীদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। তৎপর হোছেন ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, ইংরেজ-রণতরি জিদ্দা ও ইয়াম্বু বন্দরে

উপস্থিত হইল এবং কাপ্তান লরেন্স প্রভৃত যুদ্ধাস্ত্র ও স্বর্ণমুদ্রা সহ হোছেন পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইংরেজ-নেতৃত্বে হোছেন তুর্কীদিগকে মদিনায় বিতাড়িত ও দামেস্ক-মদিনা রেলওয়ে লাইন উৎখাত করেন। তৎপর আকাবা অধিকার করিয়া তথা হইতে দামেস্কে সৈন্য-চালনা করিবার ব্যবস্থা হইল। খাদ্যাভাবে তুর্কীগণ যূথ-ছিন্ন হইয়া পড়িল ও রোগ-মুখে পতিত হইয়া অকালে জীবন-লীলা সংবরণ করিতে লাগিল।

যতই তুর্কীগণ বিতাড়িত হইতে লাগিল, ততই হোছেন উৎফুল্ল হইতে থাকিলেন। অবশেষে তিনি নিজেকে "আরবাধিপতি" বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং এব্‌নে ছউদকে তাঁহার নূতন উপাধি স্বীকার করিতে ও আতিবা জাতির উপর প্রভুত্বের দাবী পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এব্‌নে ছউদ অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া হোছেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং আতিবা-বাসীদিগকে হস্তগত করিবার জন্য কতিপয় ওহাবী প্রচারক তথায় প্রেরণ করিলেন। খোর্‌মা আতিবার একটী প্রধান সহর, ইহার অধিবাসিগণ প্রচারক কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া হোছেনের অধীনতা অস্বীকার করিল। ইহাতে হোছেন ইহাদের বিরুদ্ধে আট শত সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অধিবাসিগণ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিল। চতুর্দ্দিকে ওহাবীগণ ক্ষেপিয়া উঠিল এবং হোছেনকে ইছ্‌লাম-দ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতক ও জালেম আখ্যা দিয়া তাহার হস্ত হইতে পবিত্র মক্কা ও মদিনা

ভূমির রক্ষণ-ভার ছিন্ন করিতে এব্‌নে ছউদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিল।

এব্‌নে ছউদ হোছেনকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সন্ধির বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করিলেন। ইতিমধ্যে হোছেন পুনরায় আর একদল সৈন্য খোর্‌মার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহারাও বিতাড়িত হইল। তৎপর এব্‌নে ছউদ, হোছেনের কার্য্য-কলাপের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখেন, কিন্তু হোছেন পত্রখানি না খুলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে পত্রবাহক মারফত ঘৃণা-ব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর সহ তৎক্ষণাৎ উহা ফেরত দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অতি সত্বর রিয়াদ আক্রমণ করিয়া এব্‌নে ছউদ ও ধর্ম্মচ্যুত ওহাবীদলকে ধরা-বক্ষ হইতে চিরতরে অপসৃত করিবার জন্য আসিতেছেন। ইহাতে এব্‌নে ছউদ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং ইংরেজ-দূত ফিল্‌বীকে বলিলেন যে, তিনি বৃটিশ রাজনীতির ভেদ বুঝিতে অসমর্থ। একদিকে ইংরেজ তাঁহার সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ এবং অন্যদিকে তাঁহার শত্রু রশীদ বংশকে যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিতে দণ্ডায়মান্; এতদ্ব্যতীত হোছেন ইংরেজ-প্রদত্ত অর্থ দ্বারা তাঁহারই বিরুদ্ধে সৈন্য-সংগ্রহ করিতে অগ্রসর। ফিল্‌বী উত্তর করিলেন যে, যুদ্ধের এই বিষম সমস্যায় গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সেই জন্য বিশৃঙ্খলা অপরিহার্য্য। একদিকে ইণ্ডিয়া আফিস এব্‌নে

ছউদের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিতেছে, অন্যদিকে আরব-ব্যুরো হোছেনকে সাহায্য প্রদান করিতেছে এবং এই উভয়ের বিরুদ্ধে "ফরেণ্‌" আফিস ফ্রান্সের সহিত সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে।

এব্‌নে ছউদ যুদ্ধ-নীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, আবদুল্লাহ্‌ চারি সহস্র সৈন্য ও দশ সহস্র বেদুঈন সহ মেশিন কামান লইয়া খোরমা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। রাত্রি-যোগে খোরমার দলপতি লোয়াই, এখ্‌ওয়ান-সৈন্য সহ অতর্কিতভাবে শত্রু-শিবিরে উপস্থিত হইয়া নিদ্রিত সৈনিকদিগের বন্দুক ও তরবারি ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল। আবদুল্লাহ্‌ পলায়ন করিয়া মক্কায় পিতার নিকটে পৌঁছিলেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন করিলে যুদ্ধাস্ত্র ও রশদাদি এব্‌নে ছউদের হস্তগত হইল। হোছেন-সৈন্য নির্ম্মূল হইবার সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল, ইহাতে তায়েফবাসিগণ নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিল, ভীষণ পরিণাম মনে করিয়া মক্কার তীর্থযাত্রিগণ জাহাজে চড়িয়া প্রস্থান করিল। ওহাবীদিগের ভয়ে হেজাজ কম্পিত হইল, হোছেন রোশ-পরবশ হইয়া আবদুল্লাকে যথেচ্ছ ভর্ৎসনা করিলেন।

হোছেন বহু বৎসর হেজাজের একাধিপত্য করিয়া দুর্দ্দমনীয় ও আত্মাভিমানী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তোষামোদ ভালবাসিতেন, কেহ তাঁহার মত-বিরুদ্ধ হইলে তিনি ভীষণরূপ

ধারণ করিতেন। মহাসমরে তুর্ক-ক্ষমতা চুর্ণীকৃত হওয়ায়, তিনি খলিফার স্থান অধিকার করিবার আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, হেজাজ, ইয়মন, আছির, ইরাক, মিসর, মধ্য-আরব প্রভৃতি প্রদেশের উপর তুরস্কের প্রভুত্ব শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য পক্ষে ইংরেজশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের প্রভুত্বাধীনে ফয়ছল কোয়েট হইতে বস্‌রা ও বাগ্‌দাদ পর্য্যন্ত এবং আবদুল্লাহ জর্ডন নদীর অপর পারস্থ ভূখণ্ড শাসন করিতেছিলেন। এব্নে ছউদ কেবল সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে শামার জাতি নেতৃহীন হইল। রশীদ পরিবারের নেতা নিহত হওয়ায়, অনেকেই উক্ত স্থান অধিকারের জন্য অগ্রসর হইল। কোয়েটাধিপতি ছালিমের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্ব্বল উত্তরাধিকারী আহ্‌মদ সাহায্যের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এই সুযোগে এব্নে ছউদ এখ্‌ওয়ান-বাহিনী লইয়া দ্রুত উপস্থিত হইলেন। এদিকে হোছেন ও ফয়ছল, এব্নে ছউদের গতিরোধ করিবার জন্য ইংরেজ-সাহায্যের প্রার্থী হইলেন। ইংরেজ বিশ্ব-সমরের পর আরবের আন্তর্জাতিক বিবাদে লিপ্ত হইতে অস্বীকার করিল। এব্নে ছউদ হাইল সহর অবরোধ করিলেন এবং পুত্রের উপর অবরোধের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং শামার দেশ আক্রমণ করিলেন। একে একে সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। রশীদ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ রিয়াদে প্রেরিত হইলে,

তথায় তাহারা সযত্নে গৃহীত হইল এবং প্রতিভূ স্বরূপ রক্ষিত হইল। এব্‌নে ছউদ নিহত রশীদের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। ইহাতে রশীদ পরিবারের সহিত যে শত্রুতা বহুকাল হইতে চলিতেছিল, চিরতরে তাহার অবসান হইল। তৎপর এব্‌নে ছউদ রিয়াদে প্রত্যাগমন করিলে, দলপতিগণ তাঁহাকে সানন্দে নেজ্‌দ ও তৎসংলগ্ন প্রদেশের অধীশ্বর বলিয়া অভ্যর্থনা করিল।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, হোছেন খোরমা ও তোরাবা সহর আক্রমণ করিয়া উভয়ই অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ্‌ ও ফয়ছল পিতার সাহায্যে নেজ্‌দ আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছেন। এই সংবাদে এব্‌নে ছউদ ক্ষণমাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া হোছেনকে শিক্ষা দিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন। হোছেনের দুর্নাম পূর্ব্ব হইতেই রটিয়াছিল। হজ্জ-পর্ব্ব তাঁহার আয়ের প্রধান উপায় ছিল। স্বার্থের জন্য কোর্‌বাণীর জন্তু ও পানীয় সরবরাহের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তীর্থযাত্রীদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট কর লইতেন। বেদুঈনদিগের নিকট হইতে অল্প মূল্যে ছাগ ও মেষ ক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মূল্যে তাহা হাজী-দিগের নিকট বিক্রয় করিতেন। দরিদ্র কাফেলা-চালকেরা অল্পই পারিশ্রমিক পাইত, অধিকাংশই শরীফের পকেটে যাইত। দরিদ্র হজ্জ্‌-যাত্রীর অর্থে তিনি কায়রো এবং অন্যান্য সহরে ভূসম্পত্তি খরিদ করিতে লাগিলেন। কেবল অর্থাগমের

জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, হজ্জযাত্রীদিগের সুখ সুবিধার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিতেন না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আইন কানুনের দিকে কিংবা রুগ্ন যাত্রীর চিকিৎসার প্রতি উদাসীন ছিলেন। পথিমধ্যে যাত্রীদিগের উপর লুঠ্‌ তরাজ হইত, শাসনের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ব-সমরের পর ইংরেজ, হোছেনের বৃত্তি কর্ত্তিত করিয়াছিল, এক্ষণে ক্ষতিপূরণ জন্য শরীফ হজ্জ-যাত্রী ও মক্কাবাসীর উপর বর্দ্ধিত হারে কর আদায় করিতে থাকিলেন, ইহাতে চতুর্দ্দিকে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; শরীফের প্রতি সকলেরই অশ্রদ্ধা জন্মিল। সকলেই তুর্কীদিগের পূর্ব্ব আমলের প্রশংসা, আর হোছেনের ঔদ্ধত্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

হোছেন চাটুকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবিতেন যে, সকলেই তাঁহাকে সর্ব্ব-শীর্ষস্থানীয় মনে করে এবং আরববাসিগণ তাঁহার দ্বারা শাসিত হইতে ইচ্ছুক। অতঃপর তিনি ইংরেজ দিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের প্রভুত্ব অপরকে না দেওয়া হয় এবং ফরাসী ও ইহুদীদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যখন এব্‌নে ছউদ, হোছেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন হোছেন-পুত্র ফয়ছল বাগ্‌দাদ হইতে জর্ডন নদীর অপর পারে স্বীয় ভ্রাতা আবদুল্লার সহিত পরামর্শ করিতে যাত্রা করেন এবং পিতাকে ইংরেজের সহিত রক্ষণ-নীতি বিষয়ক ছোলেহ্‌ করিতে উভয়েই অনুরোধ

করেন, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা কিছুতেই সম্মত হন নাই। তৎপর তাঁহারা এব্‌নে ছউদের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য ইংরেজদিগের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। ইংরেজ এই অযৌক্তিক আব্‌দারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"হোছেন্ ও ছউদ উভয়ই আমাদের মিত্র, উভয়ই স্বাধীন শাসন-কর্ত্তা, তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য থাকিলে তাঁহারাই সংশোধন করিয়া লইবেন, আমরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না।"

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ নবীন তুর্কদল খেলাফত্‌ রদ করিয়া স্তাম্বুল হইতে খলিফাকে বিতাড়িত করে। ইহার তিন দিবস পরেই হোছেন নিজেকে ইছ্‌লাম জগতের খলিফা বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিলেন। ইহাতে আরবের চতুষ্পার্শ্বে ভীষণ আন্দোলন উত্থাপিত হইল, সকলেই হোছেনের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। বহির্জগতেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এব্‌নে ছউদ জন-সাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত হোছেন সমগ্র ইছ্‌লাম জগত কর্ত্তৃক খলিফার পদে নির্ব্বাচিত না হন, সে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার দাবী গ্রহণ করিতে অপারগ। তৎপর তিনি রিয়াদ রাজধানীতে ওহাবী ও এখ্‌ওয়ান দলপতিগণকে সমবেত করিবার জন্য একটি সভার আহ্বান করিলেন। তাঁহাদেরই পরামর্শানুযায়ী হোছেনের দুষ্কৃতি, পবিত্র ভূমির শাসনের অব্যবস্থা, অতিরিক্ত কর-আদায়, হজ্জ-যাত্রীদিগের প্রতি অনুদার ব্যবহার এবং অপরাপর দেশের অনুমোদন ব্যতীত খলিফা পদে

অধিষ্ঠান প্রভৃতি অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার বিষয় সর্ব্বত্র জ্ঞাপন করা হইল। উহার ফলে কয়েক স্থান হইতে তীব্র প্রতিবাদ আসিল। হোছেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে লাগিল। হোছেন রোষে অধীর হইলেন এবং ওহাবী-দলপতি এব্‌নে ছউদকে বিতাড়িত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইল না; এমন কি তাঁহার নিজ সৈনিক ও ভৃত্যবর্গ তাঁহার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিল। অবস্থার গুরুত্ব বোধে একটী "ডেপুটেশন" আসিয়া তাঁহাকে শাসনভার তদীয় পুত্র আলীর হস্তে অর্পণ করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি সম্মত না হইয়া সকলকে বিদ্রূপ সহকারে বিতাড়িত করিলেন। তৎপর তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু জিদ্দার কষ্টম্ ডিরেক্টরকে টেলিফোন যোগে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও শাসন-ভার অগৌণে ত্যাগ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। হোছেন ইঁহাকেও তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। পরিবারবর্গও তাঁহাকে মক্কা পরিত্যাগ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহিগণ জীবন-পিপাসু হইয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকিল। অবশেষে হোছেন আশু-বিপদ গণনা করিয়া শাসন-ভার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পরিবারবর্গসহ অলঙ্কারাদি ও সঞ্চিত স্বর্ণমুদ্রা ও আবশ্যক জিনিস পত্র লইয়া জিদ্দা রওয়ানা হইলেন। তথা হইতে প্রথমে আকাবা এবং পরে সাইপ্রাস্ দ্বীপে পৌঁছিলেন।

হোছেন-পুত্র আলী মক্কায় আসিয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করত ইংরেজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ উত্তর দিলেন,—"এই বিবাদ ধর্ম্ম-সম্পর্কিত, সুতরাং ইহাতে আমরা লিপ্ত হইতে পারি না।" তৎপর আলী হতাশ হইয়া এব্নে ছউদের নিকট সন্ধির প্রার্থী হইলেন। এব্নে ছউদ বলিলেন, যে পর্য্যন্ত হোছেন-পরিবারস্থ প্রত্যেকেই জিদ্দার বাহিরে না যায়, সে পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইতে পারে না। অনন্যোপায় হইয়া আলী জিদ্দায় রওয়ানা হইলেন।

এদিকে অমঙ্গল গণিয়া মক্কাবাসিগণ এব্নে ছউদের বশ্যতা স্বীকার করিল। কেবলমাত্র জিদ্দা, ইয়াম্বু ও মদিনা আত্ম-সমর্পণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। পরদিবস সেনাপতি লোয়াই দুই সহস্র এখ্ওয়ান সৈন্য সহ কুচ্ কাওয়াজ করিতে করিতে মক্কা প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিলেন। সৈন্যদের মধ্যে কেহ কেহ হারম্ শরীফের মধ্যস্থ সাজসজ্জা বিনষ্ট এবং কেহ কেহ 'মক্‌বরা' গুলি ভূমিসাৎ করিল।

অতঃপর এব্নে ছউদ চতুর্দ্দিকে বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বলিলেন,—"হোছেন বিতাড়িত হইয়াছে, আমি পবিত্র ভূমি ও পবিত্র নগর সকল জিম্মা স্বরূপ স্বহস্তে রাখিয়াছি, অন্যায় ও অত্যাচার তিরোহিত হইয়াছে; আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, ইছ্লামের এই পবিত্র ভূমি সকল মোছ্লেমের

জন্য নিরাপদ ও উন্মুক্ত থাকে এবং ইহার আইন কানুন মোছ্‌লেম কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয়।”

তৎপর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছউদের উপর সাময়িক ভার রাখিয়া এব্‌নে ছউদ রাজধানী রিয়াদে পৌঁছিলেন এবং পঞ্চদশ দিবসে দলপতি, শেখ, ওলামা, গণ্যমান্য ব্যক্তি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও মন্ত্রী-বর্গকে আহ্বান করিলেন এবং সকলকে লইয়া দেহরক্ষী ও এখ্‌ওয়ান সৈন্য সহ মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পবিত্র নগরী দৃষ্টি-গোচর হওয়া মাত্রই এব্‌নে ছউদ উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করত এহরাম পরিধান করিলেন এবং আরাফাত অতিক্রম করিয়া নগ্ন পদে নগ্ন মস্তকে “লাব্বায়েক্” বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং হারম্ শরীফে পৌঁছিয়া অতি নম্রতার সহিত ওম্‌রা ব্রত সম্পাদন করিলেন।

ইত্যবসরে স্যর গিল্‌বার্ট্ ক্লেটনের নেতৃত্বে ছউদের নিকট ইংরেজ “ডেলিগেশন” আসিয়া পৌঁছিল। উত্তর সীমান্ত লইয়া আলোচনা হইল। ক্লেটন বলিলেন যে, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন ও জর্ডন পারস্থ ভূখণ্ডের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এব্‌নে ছউদ উত্তর-আরব দখল করিতে পারিবেন না, আপত্তি করিলে ইংরেজ ও ফরাসী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে। বহু তর্ক বিতর্কের পর এব্‌নে ছউদ ক্লেটনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এই সর্ত্তে যে, ওয়াদি-ছেরহান্ ও রাওয়ালিয়া এব্‌নে ছউদের অধিকারেই থাকিবে।

এক্ষণে এব্‌নে ছউদ ডেলিগেট পাঠাইবার জন্য সকল মোছলেম রাজত্বে এই মর্ম্মে ইশ্‌তাহার পাঠাইলেন, যে তাঁহারা আসিয়া হেজাজের শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কেহই আসিলেন না। পুনরায় আহ্বান করা হইল। কয়েকজন মাত্র ডেলিগেট আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঝগড়া বিবাদ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে পেঁ ৗছিতে পারিলেন না। ভারতীয় ডেলিগেটগণ প্রস্তাব করিলেন যে, হেজাজ আন্তর্জাতিক (inter-national) গণতন্ত্রে পরিণত হউক ; ভারতবর্ষ হইতে ডেলিগেট আসিয়া শান্তি স্থাপন করিবে এবং পুলিশ ও সৈন্যের কার্য্য করিবে। এই প্রস্তাবে হেজাজী ও নেজ্‌দী সকলেই আপত্তি করিল। ভারতবাসী তাহাদের উপর আসিয়া প্রভুত্ব করিবে, ইহা তাহাদের একেবারে অসহ্য হইয়া পড়িল।

এব্‌নে ছউদ বলিলেন,—আমি ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, অন্য কোন মোছ্‌লেম জাতি হেজাজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে না। ভারতবাসী ইংরেজের অধীন, সিরিয়াবাসী ফরাসীর অধীন ; যদি আমি তাহাদিগকে শাসন করিতে দেই, তবে পবিত্র মক্কা মদিনা খৃষ্টীয় শক্তির হস্তেই ন্যস্ত হইবে। আমি একাকী মহাপ্রভুর ইচ্ছায় পবিত্রভূমি জয় করিয়াছি এবং আমিই ইহা শাসন করিব। আমারই রাজত্ব করিবার দাবী আছে এবং তাঁহারই সাহায্যে আমিই এই পবিত্র ভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিব।”

ইহার পর এব্‌নে ছউদ পুনরায় ইশ্‌তাহার জারি করিলেন—"আমি হেজাজের প্রভুত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। হেজাজ আমার নিকট জিম্মা স্বরূপ আছে। যে পর্য্যন্ত অন্য কেহ সমগ্র মোছ্‌লেম জগতের পক্ষে হেজাজের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত আমি ইহা শাসন করিতে থাকিব।"

অতঃপর এব্‌নে ছউদ স্বীয় পুত্র মোহাম্মদকে মদিনায় প্রেরণ করিলেন, মদিনাবাসিগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। কিয়ৎকাল পরে ইয়াম্বুও অধীনতা মানিয়া লইল। হোছেন-পুত্র আলী জিদ্দার প্রাচীর মধ্যে সৈন্য সামন্তসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রশদ শেষ হইল, খাদ্যাভাব হেতু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এদিকে এখ্‌ওয়ান-সৈন্য উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের প্রস্তাব করিল। আলী ভীত হইয়া জিদ্দা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ-জাহাজে আরোহণ করিয়া এডেনে পৌঁছেন। অতঃপর তথা হইতে বাগ্‌দাদে ভ্রাতা ফয়ছলের নিকট উপস্থিত হন।

দুই সপ্তাহ পরে এব্‌নে ছউদ দেহরক্ষী, মন্ত্রী ও কন্‌সল্‌ সহ মদিনায় প্রবেশ করেন এবং সহরস্থ অধিবাসীর বশ্যতা গ্রহণ করিয়া দাম্‌লুজিকে গবর্ণর নিযুক্ত করত রাজকীয় ঘোষণা জারি করেন যে, সমগ্র হেজাজ্‌ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর তিনি মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে পূর্ণ আড়ম্বর সহ জিদ্দায় প্রবেশ করেন এবং

হেজাজ্‌-রাজ বলিয়া গৃহীত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী এব্‌নে ছউদ হারম্‌ শরীফে সাধারণ বেশে উপবেশন করেন এবং তথায় গণ্যমান্য ব্যক্তি সকল আসিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক বশ্যতা স্বীকার করে। ইহার পরে এব্‌নে ছউদ মছ্‌জিদের মধ্যে গিয়া নামাজ আদা করেন। নামাজান্তে গবর্ণর গৃহে উপস্থিত হইয়া পুত্র ফয়ছলকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করত জনসাধারণের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে সহরের বহিঃস্থ পর্ব্বতোপরি তাঁহার সম্মানহেতু একশত একটী তোপ পড়িয়াছিল।

এক্ষণে এব্‌নে ছউদ হেজাজ ও নেজ্‌দের অধিপতি বলিয়া গৃহীত হইলেন। অতঃপর তিনি মোছ্‌লেম জগতের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্তির আশায় মক্কা নগরীতে একটী কংগ্রেস্‌ আহ্বান করিলেন; ডেলিগেট সমূহ উপস্থিত হইল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন বৈঠক বসিল। পারস্য ও ইরাক ব্যতীত ভারতবর্ষ, তুরস্ক, ইয়মন, মিসর, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে ৭০ জন ডেলিগেট আসিয়াছিলেন। এব্‌নে ছউদ ডেলিগেটদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"আমি আপনা-দিগকে এই সভায় আহ্বান করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনারা হেজাজের মঙ্গল জন্য নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানব ও খোদাতালার গ্রহণীয় হইবে তাহা আলোচনা করিবেন এবং কিসে এই পবিত্র ভূমি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া ইছ্‌লাম-সভ্যতার প্রকৃত কেন্দ্র হইতে পারে এবং স্বাস্থ্য

ও পারিপাট্য সম্বন্ধে আদর্শ স্থানে পরিণত হয়, তাহাও বিবেচনা করিবেন।” কংগ্রেসে ঈর্ষা-ব্যঞ্জক ও বিবাদ-মূলক নানা তর্ক বিতর্ক চলিল কিন্তু কোন স্থির-সিদ্ধান্ত হইল না। অবশেষে সভার কার্য্য ভঙ্গ হইল, ডেলিগেটগণ স্ব স্ব দেশে যাত্রা করিলেন ; ইহা সকলেই বুঝিলেন যে, এব্‌নে ছউদ স্বহস্তেই শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

শাসন-কার্য্যে সহায়তার জন্য মক্কায় একটী কাউন্সিল নিযুক্ত হইল, নিম্নলিখিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট আরবদেশীয় মোছ্‌লেমকে লইয়া উহা গঠিত হয়,—

১। জিদ্দার জনৈক সওদাগর আব্‌দুল্লাহ্‌ আল্‌ ফজল—কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট।

২। নেজ্‌দবাসী আবদুল্লাহ্‌ ছোলায়মান—অর্থ সচিব

৩। মিসরবাসী হাফীজ ওহাবা—প্রধান মন্ত্রী

৪। উত্তর মিসরবাসী ইউছোফ ইয়াছিন—দেওয়ান

৫। দক্ষিণ মিসরবাসী ফওয়াদ হাম্‌জা—বৈদেশিক শাসন-মন্ত্রী।

হেজাজী ও নেজ্‌দীর মধ্যে প্রকৃতিগত বহু পার্থক্য বিদ্যমান্‌। নেজ্‌দী হেজাজীকে ধর্ম্মহীন ও চরিত্রহীন এবং হেজাজী নেজ্‌দীকে অসভ্য, গোঁড়া ও বন্য মনে করে। এব্‌নে ছউদ, নেজ্‌দকে হেজাজ হইতে পৃথক করিয়া স্বীয় উত্তরাধিকারী ছউদকে নেজ্‌দের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। অপর পুত্র ফয়ছলের উপর হেজাজের শাসন-ভার ন্যস্ত হইল।

উভয়ের উপর এব্‌নে ছউদের কর্ত্তৃত্ব রহিল। ইয়মন, এডেন, হাদ্রামট ও ওমান ব্যতীত সমগ্র আরব দেশ,—একদিকে লোহিত সাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত এবং অন্যদিকে রুবালখালির অনুর্ব্বর প্রান্তর হইতে সিরিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত—এব্‌নে ছউদের প্রভুত্বাধীন হইল।

এব্‌নে ছউদ কূটনীতিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ বেদুঈনের উপযুক্ত শাসক। মক্কা-বিজয়ের পর তাঁহার বিরুদ্ধে নেজ্‌দ প্রদেশে তীব্র প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। এব্‌নে ছউদ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে একটী মহা-সভার আহ্বান করেন; উহাতে ওলামা, প্রচারক, আমীর, গবর্ণর, শেখ, দলপতি, মাতব্বর, নেতা, সেনাপতি এবং গণমান্য গ্রাম ও সহরবাসী আমন্ত্রিত হন। এব্‌নে ছউদ সকলকে প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া নিম্নলিখিত সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন,—

"মহাপ্রভুই সর্ব্বশক্তির আধার! তোমাদের স্মরণ থাকিবে আমি যখন প্রথমে তোমাদিগকে দেখি, তখন তোমরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া একে অপরকে লুণ্ঠন ও হত্যা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলে। আরববাসী হউক আর বৈদেশিক হউক, সকলেই তোমাদের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করিত, এই উদ্দেশ্যে যে তোমরা শক্তিহীন হইয়া পড়। যখন আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলাম, তখন আমি দুর্ব্বল ছিলাম। আমার সহিত মাত্র চল্লিশ জন লোক ছিল। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে একটী প্রধান ক্ষমতাশালী

জাতিতে পরিণত করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে এখানে ভয়ে আহ্বান করি নাই। এক সময়ে আমি একাকী ছিলাম, মহাপ্রভু ব্যতীত আমাকে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না। আমি শত্রু-সৈন্য দেখিয়া ভীত হই নাই, যেহেতু প্রভুই আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া তোমাদিগকে এখানে ডাকিয়াছি। আমার ভয় হয়, পাছে আমি অহঙ্কারের পাপে নিপতিত হই। আমি শুনিয়াছিলাম, আমার ও আমার প্রতিনিধি ও কর্ম্মচারিদিগের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগের কারণ হইয়াছে। আমি ঐ সকল অভিযোগ শুনিতে চাই, যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন করিতে পারি ও আল্লাহ্‌তালার নিকট দোষমুক্ত হইতে পারি। যদি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন ক্ষোভের কারণ থাকে, তবে বল তোমরা আমাকেই নেতৃত্ব দিবে কিংবা আমার পরিবর্ত্তে অপর কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিবে? কেহ বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে কর্ত্তৃত্ব লইতে পারিবে না, আমি স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়াই কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিব; যেহেতু যে সকল লোক আমার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, আমি তাহাদিগকে শাসনাধীন রাখিতে ইচ্ছা করি না। আমার পরিবারস্থ সকলেই তোমাদের সম্মুখে আসীন দেখিতেছ। যাহাকেই তোমরা মনোনীত করিবে, আমি তাহারই বশ্যতা স্বীকার করিব। আমি তোমাদিগকে শপথ-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, যে কেহ এই সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধে

বলিবে, আমি তাহাকে বর্ত্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোন প্রকার তাড়না করিব না।" সকলেই একবাক্যে উত্তর করিলেন, "জাহাঁপনা, আপনি ব্যতীত আমরা অপর কাহাকেও চাই না।" সভা ভঙ্গ হইলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। বিচক্ষণ এব্‌নে ছউদ সকল অভিযোগ অতি সহজেই মীমাংসা করিলেন।

১৯২৬ সনের ৮ই জানুয়ারী এব্‌নে ছউদ মক্কার মছ্‌জিদ-গৃহে নিজেকে 'হেজাজ-রাজ' বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জিদ্দা-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, উহাতে ইংরেজ-দিগের সহিত এব্‌নে ছউদ সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন।

এব্‌নে ছউদ ২৮ বৎসর নেজ্‌দ এবং ৯ বৎসর যাবৎ হেজাজ প্রদেশে প্রভুত্ব করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছউদ নেজ্‌দের প্রতিনিধি-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দ্বিতীয় পুত্র ফয়ছল মক্কার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। তিনি পিতার পক্ষ হইতে দুইবার ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

এব্‌নে ছউদ প্রত্যেক সহরে প্রত্যেক কবিলার জন্য শেখ্‌ ও শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। কর ও সৈন্য-সংগ্রহ ভার ইহাদের হস্তেই ন্যস্ত। উৎকোচের আদান প্রদান নিবারিত হইয়াছে এবং রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য অন্যতর উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

আকৃতি—

এব্‌নে ছউদের চক্ষু দীপ্তিময়, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা

চঞ্চুবৎ, গুম্ফদ্বয় খর্ব্ব ও ব্যবস্থিত এবং শ্মশ্রু গোলাকার ও নাতিদীর্ঘ। তিনি চলিবার সময় দীর্ঘ পাদ-বিক্ষেপ করেন, তিনি অসি-চালনায় বড়ই পটু, অশ্বারোহণে সুদক্ষ, এবং অতি মিত-ব্যয়ী। তাঁহার পরিচ্ছদ সাদাসিদা, শয়ন-শয্যা লৌহবৎ কঠিন, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। শিরো-ভূষণের সাধারণ চিকণ-কার্য্যই তাঁহার একমাত্র ভূষা। এব্‌নে ছউদ দৃঢ় ও সুস্থকায়। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, প্রত্যেকটী সাধারণ লোকের প্রায় দুই হস্ত-পরিমিত। তাঁহার দেহ ছয় ফুটেরও অধিক—নাতিস্থূল নাতিকৃশ। তাঁহার প্রকৃতি তাঁহার আকৃতির অনুরূপ। তাঁহাকে দেখিলে অসাধারণ মানুষ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ক্রোধ ভয়ানক, তাঁহাতে কোমলতার চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার মুখে কদাচিৎ হাসি দেখা যায়। বেদুঈনগণ তাঁহার ভয়ে কম্পিত।

প্রকৃতি—

এব্‌নে ছউদের হৃদয় অতি কঠিন। কোন সম্প্রদায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইতে ইতস্ততঃ করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। কেহ শত্রুতা অবলম্বন করিলে, তাহার চিহ্ন শুষ্ক মরু-বক্ষে বিলীন হয়। মদ্যপান, তাম্রকূট-সেবন, ব্যভিচার, গৃহ-বিবাদ, নামাজে-শৈথিল্য প্রভৃতি অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি প্রদত্ত হয়। এব্‌নে ছউদের দরবারে, ক্ষুদ্র মহৎ সকলেরই আবেদন নিবেদন করিবার

অধিকার আছে, কিন্তু কেহ মিথ্যা নালিশ বা অযথা তাঁহার সময় নষ্ট করিলে, তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও কঠিন শাস্তির আদেশ দেন।

আহার—

সামান্য মিষ্ট কেক্‌ ও তক্র তাঁহার প্রাতঃকালীন আহার। রুটী, অন্ন, মাংস ও খর্জ্জুর তাঁহার সান্ধ্য-আহার। পরিষ্কৃত জল তাঁহার সাধারণ পানীয়। এতদ্ব্যতীত তিনি কফি ও চা পান করিয়া থাকেন।

নিদ্রা—

তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকেন, তাঁহার নিদ্রার পরিমাণ অল্পই, ৩।৪ ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রিত থাকেন না, প্রায় সকল সময়েই কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন।

কার্য্য-তৎপরতা—

তাঁহার স্মরণ-শক্তি অদ্ভুত। তিনি একই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সেক্রেটারীকে তদীয় আদেশ লিখিবার জন্য নিয়োজিত রাখেন। তাঁহার দরবার-গৃহ অতি প্রশস্ত, তথায় তিন সহস্র ব্যক্তির একত্র সমাবেশ হইতে পারে। তাঁহার রক্ষী-সৈন্য শুভ্র-পরিচ্ছদ-পরিহিত, দীর্ঘ তরবারি ও পিস্তল-সমন্বিত।

দান—

তিনি প্রতিদিন সহস্র অতিথিকে চাউল, মাংস ও তক্র দ্বারা আপ্যায়িত করেন। দরিদ্রকে বস্ত্র-সাহায্য ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে উপঢৌকন প্রদান করেন। এব্নে ছউদ অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ ; তিনি বলেন,—"অর্থ সঞ্চিত রাখিবার জন্য নহে। আমার পূর্ব্বপুরুষের এবং আমার নিজের কখনও কোন সিন্দুক ছিল না কিংবা এখনও নাই। সঞ্চিত অর্থের কোনও মূল্য নাই। আবদুল হামিদের ক্রোড়াধিক মুদ্রা তাঁহার কোনও কাজে আসে নাই।"

গার্হস্থ্য জীবন—

এব্নে ছউদের তিনটি স্ত্রী। তিনি সকল স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কোনও স্ত্রী উপেক্ষিতা বলিয়া কখনও অভিযোগ বা আক্ষেপ করেন নাই। মহিষী জওহারা তাঁহার বিশেষ অনুরক্তা। এব্নে ছউদ তালাক-প্রদত্তা স্ত্রীলোক-দিগেরও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। প্রতি সপ্তাহে জুম্-আর নামাজান্তে তিনি রিয়াদের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

আরবে শান্তি স্থাপন করাই এব্নে ছউদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার কঠোর শাসন-ফলে অত্যাচার ও অনাচার নিরস্ত হইয়াছে। উন্মুক্ত পথ-প্রান্তে যে কোন ব্যক্তি মাল-আছ্বাব পরিত্যাগ করিয়া সপ্তাহ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করত তাহা পুনঃ

পাইবার আশা রাখিতে পারে। যে দেশ লুঠ-তরাজের কেন্দ্র-ভূমি ছিল, আজ সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান্। এব্‌নে ছউদ এজন্য সকলের ধন্যবাদার্হ। যখন এব্‌নে ছউদের প্রাধান্য রিয়াদের চতুষ্পার্শে কীর্ত্তিত হইতেছিল, তখন তিনি যূথ-ছিন্ন যাযাবর আরব জাতিকে লুণ্ঠন-বৃত্তি হইতে নিরত করিয়া এক স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করাইলেন। ইহারাই এখ্‌ওয়ান্ নামে অভিহিত হইল এবং ইহারাই সর্ব্বোত্তম সৈনিকে পরিণত হইয়াছিল। এব্‌নে ছউদ ইহাদিগকে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের ৫০টী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং পঞ্চাশ সহস্র লোক এই সকল শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাদের দ্বারাই ওহাবী রাজত্বের স্থায়ী সৈনিক বিভাগের সূচনা। তৎকালে এই ভবিষ্যৎ গুরুত্ব কেহই উপলব্ধি করে নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছে।

একতা-বন্ধন এব্‌নে ছউদের মূল-মন্ত্র। তিনি কোর-আনের অনুশাসন প্রতি পাদ-বিক্ষেপে অনুসরণ করিতে প্রয়াসী। কোর-আনেরই উক্তি—"আল্লাহ্‌তালার আদেশ দৃঢ়তার সহিত পালন কর এবং পরস্পর বিভক্ত হইও না।" তিনি বলেন, কোর্-আন কিংবা হাদিছ উন্নতির অপক্ষপাতী নহে। জাগতিক অগ্রগতির সহিত নূতন উপকরণ অত্যাবশ্যক। বেতার, টেলিফোন, মোটর আধুনিক শাসনের প্রধান উপাদান।

ঐতিহাসিক Armstrong স্ব-রচিত 'Lord of the Desert' নামক পুস্তকে এব্‌নে-ছউদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

এব্‌নে-ছউদের অসাধারণ শক্তি ও ব্যক্তিত্ব। তিনি ভীষণ প্রতাপশালী, জীবন-বলে বলীয়ান্‌, প্রবল শক্তিমান্‌, আরবীয় মরুভূমির বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শাসন ও শান্তি সংরক্ষণের সম্পূর্ণ উপযোগী। এব্‌নে ছউদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, তাঁহার স্কন্ধদেশ স্থূল ও প্রশস্ত। তিনি শ্লথ পরিচ্ছদ-পরিহিত, নৃপোচিত মহিমময়, ব্যবস্থিত-চিত্ত, ন্যায়বান্‌, আড়ম্বর-বিহীন। শেখ বা গোলাম, ধনী বা নির্ধন সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভে সমর্থ। তাঁহার দরবারে অভ্যাগত সর্ব্বদা গৃহীত ও সমাহৃত। তিনি মক্কার প্রাসাদে এবং রিয়াদের দরবার-গৃহে প্রত্যেকের আবেদন ও অভিযোগ স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং কর্ম্মচারীদিগের উপর ছাঁটা-ছোঁটা সংক্ষিপ্ত আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, তিনি আরব-বাসীদিগকে একটী মহাজাতিতে পরিণত করিতে এবং ঐশী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে নিয়োজিত হইয়াছেন।

এব্‌নে ছউদ ওলামা শ্রেণীর শক্তি প্রতিরোধ না করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় মতে প্রতীত করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্‌। তিনি রাজ্যের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য আধুনিক উপকরণের আবশ্যকতা তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়াছেন এবং মোটর গাড়ী, বেতার টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মক্কা নগরীর বহির্ভাগে ও রিয়াদ নগরে দুইটী বেতার ষ্টেশন নির্ম্মাণ

করিয়াছেন এবং টেলিফোনের দ্বারা সমগ্র সুবার সহিত স্বীয় প্রাসাদের যোগাযোগ সম্পাদন করত প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদিগের সহিত মনোভাব বিনিময়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। জিদ্দা ও মক্কার মধ্যে প্রায় দেড়হাজার মোটর গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। আবশ্যক মতে ইহাদিগকে রাজ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এব্নে-ছউদ সৈন্য-বিভাগ পুনর্গঠন করিয়াছেন। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের উপযোগী একটী স্থায়ী সৈন্য-দলের সৃষ্টি করিয়াছেন, চর্ম্মাদি-সজ্জিত শকট ও দশটী বিমান-যান সংবদ্ধ করিয়াছেন। পঞ্চাশ সহস্র ফৌজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছে।

এবনে ছউদ প্রতিদিন তাঁহার পরিজনবর্গ, সন্তানাদি, ভগিনী ও স্ত্রীদিগের নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করেন। দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে অশ্বারোহণে পুত্রাদি, ভৃত্য ও পাহারাদার সহ উদ্যান-ভোজনের জন্য বহির্গত হন। তাঁহার ক্রোধ বড়ই ভীষণ, ক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে, কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রম স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, কোন অবিচার হইলে ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালীন নামাজের পর সেক্রেটারীদিগকে লইয়া কাজ করিতে থাকেন। তিনি যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি যুদ্ধ-প্রিয়। তিনি বড়ই নিষ্ঠাবান্, যুগের কোন প্রকার দুর্নীতি ও অনাচার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি সাধারণ আরব-বাসীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

এবনে ছউদ অতি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ। তিনি আল্লাহ্‌তালাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান্‌ মনে করেন—যিনি অলক্ষ্য পথ হইতে দরবার-গৃহে বা খাস্‌-কামরায়, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বা সভা-বৈঠকে, প্রাসাদ-মধ্যে বা মরু-ভূমিতে তাঁহার কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, ইহাই এব্‌নে ছউদের ধ্রুব বিশ্বাস। কোনও গুরুতর সমস্যা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে তিনি নির্জ্জনে গিয়া প্রার্থনা করেন। তিনি ধর্ম্মকে প্রথম স্থান দিয়া থাকেন এবং বলেন "আমি প্রথমতঃ মোছলমান এবং তৎপর আরববাসী এবং আল্লাহ্‌তালার নগণ্য ভৃত্য। আল্লাহ্‌ আমাকে শাসন করিতে আদেশ দিয়াছেন; আমি যাহা কিছু করি, তাঁহারই গরিমার জন্য।"

উপসংহার

এব্‌নে ছউদ বিক্রমশালী নৃপতি। তিনি দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল, অপরাধীর প্রতি কঠোর ও দুর্দ্দম, জনসাধারণের নিরাপদ শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব। মোস্তফা কামালের ন্যায় এব্‌নে ছউদ্‌ দরিদ্রের কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহাকেও তরুণ বয়সে নানা দুঃখ কষ্ট ও কারাবাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকেও অদম্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মোস্তফা কামালের এক বৎসর পূর্ব্বে

জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জনৈক বেদুঈনের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এব্‌নে ছউদ মাত্র ছয়টী অনুচর সহ রিয়াদ আক্রমণ করেন, বিংশতি বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীগণকে আরবদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এব্‌নে ছউদ তোরাবা এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আছীর প্রদেশের মালভূমি অধিকার করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হাইল আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে বিশা, তাথলিথ, খায়বর ও তায়মা তাঁহার হস্তগত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জউফ বশ্যতা স্বীকার করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সমগ্র মধ্য-আরব তাঁহার করায়ত্ত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হেজাজাধিপতি হোছেনকে মক্কা ভূমি হইতে নিষ্কাশিত করেন, এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তরবারির সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিদ্রোহ দমন করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হেজাজ-ভূমির একাধিপত্য লাভ করেন। অধুনা সমগ্র আরব-মধ্যে তাঁহারই অজেয় শক্তি বলবতী। এব্‌নে ছউদ, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও শক্তিবলে মোস্তফা কামালের ন্যায় রাষ্ট্রীয় মহীরুহের উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। একাকী নিঃস্ব বেদুঈন যুবক স্ব-গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সাহস, শৌর্য্য-বীর্য্য ও রাজনৈতিক কৌশল-বলে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ জয় করিয়া কিরূপে এক বিশাল স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, এব্‌নে ছউদ তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। ইয়মন, এডেন, হাদ্রামট,

ওমান ও কোয়েট ব্যতীত সমগ্র আরব এব্‌নে ছউদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। এব্‌নে ছউদ পূর্ব্বে হফুফ, হাসা ও পারস্য উপসাগরের উপকূল-ভূমি, উত্তরে মান্‌, জউফ এবং আনাজা, মুতায়ের, আজমান ও শামার, মধ্য-আরবে আনাইজা, সুদায়েন, বুরাইদা, হাইল ও নেজ্‌দ এবং পশ্চিমে হেজাজ, আছীর, খোর্ম্মা, ছাখা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়াছেন। পবিত্র মক্কা ও মদিনা ভূমি তাঁহারই অধীনস্থ, সুতরাং তাঁহাকে আরবাধিপতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এব্‌নে ছউদ ইংরেজদিগের সহিত সন্ধিবদ্ধ। তিনি তাহাদের সহিত কলহ করিতে অপ্রস্তুত এবং স্বীয় দেশের সীমা-বন্ধন অতিক্রম করিতেও অনিচ্ছুক। ইংরেজগণ তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া জিদ্দার কন্‌সলের পরিবর্ত্তে পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত একজন রাজদূত নিযুক্ত করিয়াছে। এব্‌নে ছউদ বাগ্‌দাধিপতি ফয়ছলের সহিত সীমান্ত-প্রদেশের সীমা-সম্বন্ধে ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং জর্ডন নদীর অপর পারস্থ ভূভাগের অধিপতি আবদুল্লার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন।

এব্‌নে ছউদের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং সাহায্যে বহু বস্তিতে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-শিক্ষা ও পার্থিব-জীবনে উহার প্রয়োগ-শিক্ষাই কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈষয়িক ও শিল্প কলা-শিক্ষা-দান বিদ্যালয়ের অন্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্ম-বর্জ্জিত শিক্ষা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

হেজাজের মরুদেশে অনেকগুলি হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ডাক্তারগণ পল্লীতে পল্লীতে গিয়া স্বাস্থ্য ও রোগ-নিরাময় সম্বন্ধে অধিবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। জমির চাষ বৃদ্ধির জন্য এবং নল-কূপ সংস্থাপনের জন্য বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। মোট কথা, প্রজাবর্গের সুখ সুবিধা ও শান্তির জন্য এব্‌নে ছউদ সর্ব্বদা যত্নবান্। তিনি দৃঢ়হস্তে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার প্রভুত্ব অব্যাহত। ইতঃপূর্ব্বে আরব-শাসন এরূপ দৃঢ়তার সহিত কদাপি পরিচালিত হয় নাই।

এবনে ছউদ নবীন যুগের নবীন পুরুষ। তিনি পৌরুষ-কারের আদর্শ, নিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি, যুদ্ধ-কুশলী, অসংসাহসিক, বজ্র-কঠোর ও নির্ভীক স্বৈর-শাসক, মধ্য-আরবের মহাশক্তিশালী পুরুষ। যিনি বাল্যকালে গৃহ-বিবাদ হেতু বিতাড়িত হইয়া বেদুঈন জাতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই সাম্প্রদায়িক আরববাসীকে এক জাতিতে পরিণত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। যে আরববাসীকে তুরস্ক-সম্রাট্ কিংবা মিসরাধিপতি বশীভূত করিয়া শান্তির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই, সেই আরববাসীকে এব্‌নে ছউদ কঠোর শাসন দ্বারা সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া অশান্তি ও অরাজকতার মূলোৎপাটন করিয়াছেন। যে আরব-বাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং একে অপরের রক্ত-পিপাসু ছিল, সেই আরব-বাসী আজ পরাক্রান্ত এব্‌নে ছউদের কঠোর শাসনাধীনে লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি,

ঈর্ষা, প্রতিহিংসা পরিহার করিয়া দেশে নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। এব্‌নে ছউদের অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্ব ব্যতীত আরবের দুর্দ্ধর্ষ সম্প্রদায় কখনও একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইছলামের গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইত না। দুর্দ্দান্ত যাযাবর বেদুঈনকে স্থায়ী সৈনিকে পরিণত করত দূরদর্শী এব্‌নে ছউদ আরব-শক্তিকে স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে উন্নমিত করিয়াছেন। যে আরব কু-সংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই আরব আজ মোছ্‌লেম জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। শিক্ষার ক্রমিক বিস্তারে আরব-চরিত্রের কঠোরতা মন্দীভূত হইলে, আরবশক্তি অন্যান্য মোছলেম শক্তির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া এক অজেয় শক্তির সৃষ্টি করিবে, পুনরায় ইছলাম-ভেরী জগতের সর্ব্বত্র নিনাদিত হইবে। সত্যের দীপ্তি অসত্যের অন্ধকারকে চিরতরে অস্তমিত করিবে, এসিয়ার একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ইছলামের পুণ্য-বাণী ধ্বনিত হইবে। স্বাধীন তুরস্ক, স্বাধীন আফগানিস্তান, স্বাধীন পারস্য ও স্বাধীন আরব সাম্য-সূত্রে গ্রথিত হইলে, এক অভাবনীয় শক্তির সৃষ্টি হইবে; সাম্য, মৈত্রী ও শৃঙ্খলা সমগ্র জগতকে জয় করিবে; মহাপ্রভুর নাম, স্থান ও জাতি নির্ব্বিশেষে কীর্ত্তিত হইবে। আমীন !!!

পরিশিষ্ট

হেজাজ—

বালুকা ও প্রস্তরময় একটী অনুর্ব্বরা দেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পদ্ হইতে বর্জ্জিত ; প্রায় সর্ব্বত্রই পানীয়ের অভাব, অধিবাসীর অধিকাংশই অশিক্ষিত বেদুঈন।

হেজাজ কোটী কোটী মোছ্‌লেমের এবাদত-কেন্দ্র। পবিত্র মক্কা ও মদিনা ইহারই অন্তর্গত। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের জন্যই হেজাজের প্রাধান্য ও গৌরব। সমগ্র মোছ্‌লেম জগতের স্বার্থ হেজাজ শাসনের সহিত জড়িত। এব্‌নে ছউদ স্বীয় দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, মোছ্‌লেম জগতের মতের বিরুদ্ধে শাসন-রক্ষণ করিতে প্রয়াসী নহেন। তিনি বেশ বুঝেন যে, মোছ্‌লেম জগতের সহানুভূতি ব্যতীত হেজাজ-শাসন দুঃসাধ্য, কিন্তু তিনি কোর-আন ও হাদিছের আক্ষরিক অর্থ হইতে একপদও স্খলন করিতে প্রস্তুত নহেন।

হেজাজ-ভূমি পূর্ব্বে বাগ্‌দাদ খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ কর্ত্তৃক উক্ত খেলাফত তিরোহিত হয়। তৎপর হেজাজ, মিসর শাসনের অধীনে আসে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তুর্ক জাতি কর্ত্তৃক মিসর অধিকৃত হইলে, হেজাজ তুর্ক-সাম্রাজ্যের একটী বেলায়েত্ বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হেজাজ সাক্ষাদ্ভাবে মিসরের অধীন ছিল, তৎপর তুর্কীর ছোলতান ইহার শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধা হেতু এই দূরবর্ত্তী অবাধ্য প্রদেশকে শাসন করা তুর্কীর পক্ষে কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়ে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ছোলতান আবদুল হামিদ শাসন-সংরক্ষণ জন্য একটী রেলপথ গঠন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দামেস্ক হইতে মান্ পর্য্যন্ত প্রথম লাইন খোলা হয়, তৎপর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মদিনা পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তৃত হয়। সৈন্য চলাচলের সুবিধা ও হজ্জযাত্রীদিগের আরামের জন্য এই লাইন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছোলতান মনে করিয়াছিলেন যে, নব-প্রতিষ্ঠিত রেলওয়ের সাহায্যে আরবীয় প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তর শাসন-সংরক্ষণ সম্ভবপর হইবে এবং সমৃদ্ধিশালী ইয়মন ও আছির প্রদেশের সহিত ইহার যোগাযোগ সহজ-সাধ্য হইবে। হেজাজের শাসন-কর্ত্তা শরীফ হোছেন ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুর্কী ছোলতানের বড়ই বাধ্য ছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে বিস্তৃতির অজুহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হইলেন। লাইন যাহাতে মক্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইতে পারে, তৎপ্রতি তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখিলেন। ইতিমধ্যে মহাসমর উপস্থিত হয়। শরীফ হোছেন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনহেতু তুর্কীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হইলেন। হেজাজ-তুরস্ক যুদ্ধের ফলে মদিনার লাইন উৎখাত হয়। বর্ত্তমানে কেবল আকাবা-মান্ লাইন কার্য্যকরী আছে।

মহাসমরে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ জিদ্দার উপর তোপ বর্ষণ করিতে থাকে। পরে জিদ্দা, মক্কা ও তায়েফ তুর্কীদিগের হস্তচ্যুত হয়। ফখ্‌রীপাশা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মদিনাকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, অবশেষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে মদিনা ছাড়িয়া কনষ্ট্যান্টিনোপলে যাত্রা করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নেজ্‌দ-অধিপতি এব্‌নে ছউদের সহিত হোছেনের সংঘর্ষ ঘটে। হোছেন নিজেকে আরবাধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এব্‌নে ছউদ ইহা জানিতে পারিয়া হোছেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। হোছেন মক্কাভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

লোহিত সাগরের পূর্ব্ব উপকূল-ভূমি তিন ভাগে বিভক্ত, উত্তরে হেজাজ প্রদেশ, দক্ষিণে ইয়মন প্রদেশ এবং উভয়ের মধ্যে আছীর প্রদেশ অবস্থিত। হোছেন, হেজাজের ও ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়মন প্রদেশের অধিপতি। উভয়ই বলশালী এবং উভয়ের লোলুপ দৃষ্টি ছিল আছীর প্রদেশের উপর। জয় পরাজয়ের পর ১৯২৬ সনের অক্টোবর মাসে এব্‌নে ছউদ অধিরাজ বলিয়া গৃহীত হন। ইতিমধ্যে এই প্রদেশ লইয়া এমাম ইয়াহ্‌ইয়ার সহিত পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার সহিত সন্ধি হয়। ইয়মন প্রদেশে ১৮৫৩ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুর্কী-প্রভুত্ব বিরাজমান্ ছিল, তৎপর তুর্কী ক্ষমতার অবসান হইলে ইমাম ইয়াহ্‌ইয়া উক্ত প্রদেশে স্বাধীনভাবে প্রভুত্ব করিতেছেন।

নেজ্‌দ—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নেজ্‌দ প্রদেশ তুরস্কের নামে-মাত্র বশ্যতা স্বীকার করে। তুর্ক মদতপাশা হাসা নামক স্থানে সৈন্য-নিবাস স্থাপন করিয়া হফুফে হেড-কোয়ার্টার মনোনীত করেন। প্রকৃত আধিপত্য স্থানীয় আমীরগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। হাইল, আমীর এব্‌নে রশীদের এবং রিয়াদ, আমীর আবদুল্লার প্রভুত্বাধীন রহিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমীর মোহাম্মদ এব্‌নে রশীদ আনাজা অধিকার করিয়া সমগ্র নেজ্‌দের অধিকারী হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী আবদুল আজিজ এব্‌নে রশীদ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এব্‌নে ছউদের হস্তে পরাস্ত হন।

নেজ্‌দ প্রদেশ আরব দেশের কেন্দ্র-স্বরূপ এবং রিয়াদ নেজ-দ প্রদেশের কেন্দ্রস্থল। এই স্থানেই এব্‌নে ছউদ বিপুল রাজত্বের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল অপরের আশ্রয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রথমে তিনি মুর্রা জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী কোয়েট-অধিপতির শরণাপন্ন হন। এইরূপে অতি শঙ্কট ও দুর্দ্দিনের মধ্যে এব্‌নে ছউদ লালিত পালিত হইয়াছিলেন; যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়।

একবিংশতি বৎসর না যাইতেই তিনি ভীষণ সংগ্রামের সম্মুখীন হন এবং চির-শত্রু শামার জাতির হস্ত হইতে রিয়াদ পুনরধিকার করিয়া অশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। তাঁহাকে

তুর্কী, হাশেমী, শামার, মুতীন ও আতীবা জাতির সহিত বহুবার প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছিল। তৎপর তিনি প্রধান দলপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে এব্‌নে ছউদ মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গ সহ রিয়াদের শাসনকর্ত্তাকে হত্যা করিয়া রাজধানীর শাসন-ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর মধ্যে অদম্য অধ্যবসায়-বলে দক্ষিণ ও উত্তরস্থ প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধার করিলেন। শেখ মোবারকের সাহায্যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এব্‌নে ছউদ শামার-সৈন্য পরাস্ত করিলেন। তৎপর বুকাইরিয়া নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে এব্‌নে ছউদ জয়লাভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রওজত নামক স্থানে এব্‌নে রশীদ পরাস্ত হইলে, আর কখনও শামার সৈন্য ওহাবীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান্ হয় নাই।

আছীর—

হেজাজ ও ইয়মনের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশের নাম আছীর। আছীরের শেখ, সুশাসন দ্বারা শান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তুর্কীর দুর্গস্থ সৈন্যকে সমুদ্র-উপকূল হইতে বিতাড়িত করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন। তৎপর তুর্ক-গবর্ণমেণ্ট মোহাম্মদ রাদিফ পাশার নায়কত্বে আছীর-শেখের বিরুদ্ধে অভিযানের আদেশ করে। ইহার ফলে আছীরের পার্ব্বত্য অধিবাসী নামে-মাত্র বশ্যতা স্বীকার করে।

তুর্কীগণ কখনও এই প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ওহাবী-দলপতি, আভা এবং আছীর প্রদেশের উচ্চ মালভূমি অধিকার করেন। এমাম ইয়াহ্‌ইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হোদেদা পুনরধিকার করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধি-সূত্রে ইহা ওহাবীদিগের মিত্র-রাজ্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং জীবৎকালের জন্য এমাম ইয়াহ্‌ইয়া এই মিত্র-রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

ইয়মন—

এই প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত—একভাগ ব্রিটীশদিগের মিত্র-রাজ্য, একভাগ ইদ্রিস্ বংশীয় ছৈয়দ আলী মোহাম্মদের অধিকৃত—যাহার রাজধানী আভা, এবং অন্য ভাগ এমাম ইয়াহ্‌ইয়ার অধিকৃত—যাহার রাজধানী সানা। ইয়মন প্রদেশ পূর্ব্বে মিসর-প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলীর শাসনাধীন ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরায় তুর্কীদিগের হস্তগত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কী জাতি আরবের স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে এমাম ইয়াহ্‌ইয়া স্বাধীনভাবে এই প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। সানা উহার রাজধানী ছিল। ক্রমে হোদেদা অধিকৃত হয়।

এডেন—

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে এডেন তুর্কীদিগের হস্তগত হয়। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এমাম ইয়াহ্‌ইয়া এই স্থানে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীর অন্তর্গত পেরিম দ্বীপ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশদিগের প্রভুত্বাধীন হয়। উহা পূর্ব্বে মোছ্‌লেম শাসনাধীন ছিল।

কোয়েট—

ইহা পারস্য উপসাগরের একটী আরব-বন্দর। ১৮৯৫ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিংশতি বৎসর যাবৎ শেখ মোবারক এই দেশ শাসন করেন। আরবদিগের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। আবশ্যকমতে ইংরেজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটীশ- বিমানের সাহায্যে ওহাবী আক্রমণ হইতে মোবারক-পুত্র সলিম নিষ্কৃতি লাভ করেন। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ওহাবীগণ কোয়েট আক্রমণ করে কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। সলিমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আহ্‌মদ এব্‌নে জাবের পিতৃ সিংহাসনারোহণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মোহামেরা সন্ধির ফলে নেজ্‌দ ও কোয়েটের মধ্যবর্ত্তী সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়।

হাসা—

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাসা আরাইয়ার বংশ দ্বারা শাসিত হইত। ইহা পরে ওহাবী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে উক্ত রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে ইহা তুরস্কের অধীন হয়। পুনরায় ইহা ওহাবীরাজ ফয়ছলের বশ্যতা স্বীকার করে। ফয়ছলের মৃত্যুর পর অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা তুর্ক মদত্‌

পাশা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমীর মোহাম্মদ বিন্ রশীদ নেজদের রাজধানী রিয়াদ অধিকার করিয়া ওহাবী প্রভুত্ব বিধ্বস্ত করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রশীদ পরিবার তুর্কীর অধীন থাকে। তৎপর হাসা এব্‌নে ছউদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তদবধি ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আজমান জাতি এই দেশের প্রধান অধিবাসী। হাসা অধিকারের পর এব্‌নে ছউদের গৌরব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। হাসা নেজদ্ প্রদেশের পূর্ব্বস্থ সুবা। হফুফ ইহার প্রধান উপনিবেশ।

ওমান—

ইহা আরব দেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মস্কট্ ইহার রাজধানী। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা পর্ত্তুগীজদিগের অধীন থাকে। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ইয়মনের এমাম কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহা অতি পরাক্রমশালী রাজ্য ছিল, কিন্তু বৈদেশিক মধ্যবর্ত্তিতার ফলে ইহা ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুজীবী-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ওমানের ছোলতান অধিকাংশ সময় হিন্দুস্থানে অবস্থান করেন, ইনি শাসন-সংরক্ষণে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন না।

আতিবা—

আতিবা, হেজাজ ও নেজ্‌দের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং নেজ্‌দ-যাত্রী কাফেলাকে আতিবা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।

এব্‌নে ছউদ আতিবা-বাসার উপর প্রভুত্ব দাবী করিয়া বলিলেন যে, তাহারা তাঁহাকেই কর-দান ও সামরিক সাহায্য-প্রদান করিতে বাধ্য। হোছেন এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে এব্‌নে ছউদ আতিবা আক্রমণ করেন।

রিয়াদ—

ইহা নেজ্‌দ প্রদেশের রাজধানী। এখান হইতেই এব্‌নে ছউদ আরবীয় মরুভূমির শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন। রাজধানীটী দুর্গ দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত এবং রাজ-প্রাসাদ এখানেই অবস্থিত। গৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে আরব-বাসীদিগের কতদূর পটুতা ছিল এখানেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। স্থাপত্য-কার্য্যে অনলঙ্কার ও উৎকট নৈষ্ঠিকতার একত্র সমাবেশ বিদ্যমান্।

হাইল—

ইহা মধ্য-আরবের উত্তরস্থ শামার প্রদেশের রাজধানী। বহুকাল যাবৎ ইহা রশীদ-শাসনাধীন ছিল। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শামার প্রদেশে কয়েকজন আমীরের উত্থান পতন হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এব্‌নে ছউদ হাইল রাজ্য আক্রমণ করেন। তদবধি ইহা ওহাবী রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং শামার প্রদেশ ওহাবী রাজত্বের একটী সুবাতে পরিণত হয়।

শামার—

মধ্য-আরবের উত্তরে শামার দেশ অবস্থিত। হাইল ইহার রাজধানী। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লাহ্ বিন্ রশীদ্ গৃহ-কলহ

হেতু নেজ্‌দ প্রদেশের অন্তর্গত রিয়াদ নগরে প্রবেশ করেন। তিনি তত্রস্থ আমীর ফয়ছলকে তদীয় পিতৃ-হন্তার হস্ত হইতে রিয়াদকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারই পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে হাইলের গবর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র তালাল তাঁহার স্থান অধিকার করেন এবং খায়বার ও তায়মা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রশীদ-পরিবার মধ্যে হত্যা-স্রোত প্রবাহিত হয়। অবশেষে মোহাম্মদ বিন্ রশীদ সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারই রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের একটী গৌরবময় পরিচ্ছেদ। এই সময়ে ওহাবী শক্তি অবসন্ন-প্রায় হয় এবং এব্‌নে রশীদের প্রশংসা সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতে থাকে। আনাইজা ও বুরাইদা মোহাম্মদ এব্‌নে রশীদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তৎপর রিয়াদ ও অন্যান্য দেশ তাঁহার হস্তগত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্ব জউফ হইতে ওয়াদি দাওয়াসির পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বাগ্‌দাদ—বর্ত্তমান ইরাকের রাজধানী, এখানে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিদ্যমান্।

বসোরা—ইরাকের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। আমীর ফয়ছল ইরাকের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা।

দামেস্ক—সিরিয়ার অন্তর্গত প্রধান নগর। সিরিয়ায় ফরাসী প্রভুত্ব বিদ্যমান্।

জেরুসালেম—প্যালেষ্টাইনের গবর্ণমেণ্ট এখানেই অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বে ইরাক্, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন আরবের অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে উহা আরব-শাসনের বহির্ভূত।

ছউদ বিন্ মোহাম্মদ বিন্ মুক্‌রীণ

মোহাম্মদ বিন্ ছউদ ১৭৩৭-৬৬

আবদুল আজিজ ১৭৬৬—১৮০৩ আবদুল্লাহ্ ১৮১৪-১৮

বীরবর ছউদ ১৮০৩-১৪ তুর্‌কা ১৮২০-৩৪

ফয়ছল ১৮৩৪-৬৫

আবদুল্লাহ্ ১৮৬৫-৭১ পুনরায় ১৮৭৪-৮৪ ছউদ ১৮৭১-৭৪ মোহাম্মদ ১৮৯১ আবদর রহমান ১৮৮৬-৯১

মোহাম্মদ ছউদ

আবদুল আজিজ এব্‌নে ছউদ ১৯০২ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ছাদ

তুর্‌কী ১৯১৯ সনে মৃত ছউদ (মক্কার প্রতিনিধি) ফয়ছল (নেজ্‌দের প্রতিনিধি) মোহাম্মদ